সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

দ্রোণকে সেনাপতিকরণের মন্ত্রণা ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ ।
আপন ইচ্ছায় তাঁর হইল পতন ॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন ।
হাহা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন ॥
মহাশোকে রোদন করেন সেনাগণ ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্মের মরণ কর্ণ মনে পাই ত্রাস ।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিবে কহিলেন ব্যাস ॥
তোমারে জিজ্ঞাসি সখে করহ বিচার ।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার ।
কেবল ভরসা আমি করিছে তোমার ॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন ॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার ।
সত্য কহি শুন বীর সকলি তোমার ॥
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর ।
সদর্পে কহেন কথা নির্ভয় শরীর ॥
মহারাজ কোন চিন্তা না করিহ তুমি ।
একেলা পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি ॥
এত বলি দুর্য্যোধন হরষিত মন ।
শীঘ্র আসি কর্ণেরে দিলেন আলিঙ্গন ॥
হেনকালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি ।
সার কথা বলি শুন কুরু মহীপতি ॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান ।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান ॥
একা মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে ।
অর্দ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি ।
শুনি হৃষ্ট হ'য়ে কহে গান্ধারী সন্ততি ॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী ।
এত বলি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি ॥
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর ।
শকুনি দুর্ম্মুখ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥
হরষিতে দুর্য্যোধন সবারে লইয়া ।
দ্রোণের নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রণমিয়া কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন ।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন ॥
মহারথী দেখি ভীষ্মে কৈনু সেনাপতি ।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী ॥

ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ পালন কর হ'য়ে কৃপান্বিত ॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হইবা আপনি ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ এই নিবেদন।
তোমা ভিন্ন তারে ধরে নাহি হেন জন ॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া গুরু দ্রোণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন শুন দুর্য্যোধন ॥
সেনাপতি হৈব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর ॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে বাণ ধরিবে না কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর ॥
যুধিষ্ঠিরে তবে আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয় ॥
এত শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ ॥
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চক্রব্যূহ করিয়া করিব মহারণ ॥
দুর্য্যোধন শুনিয়া হইল হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সেনাপতি ॥
জয় জয় শব্দ হয় কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজায় বাজনা ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
মহাশব্দ হৈল যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
শত শত দামা বাজে, বাজে জগঝম্প।
কোটী কোটী সানি বাজে কোটী কোটীডম্ফ
মৃদঙ্গের রোলে কম্প হয় বসুমতী।
খমক টমক বাদ্য বাজে নানাজাতি ॥
মহানাদে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

— —

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা।

হেথায় ধর্ম্মের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণ সনে বসি সবে আনন্দিত মন ॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু নৃপতি ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চপুত্র আর।
সভায় বসিয়া সবে করয়ে বিচার ॥
হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হৈল শুন নরবর ॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আতঙ্ক পাইয়া।
করিলেন জিজ্ঞাসা নারায়ণে চাহিয়া ॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে ॥
ভুবনে দুর্জ্জয় দ্রোণ বীর মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর কেবা হেন কৃতী ॥
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়।
কি করি উপায়, কহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি।
কার মনে ছিল যে আসিব দেশে আমি ॥
সভায় দ্রৌপদী-লজ্জা কর নিবারণ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের গতি কোন্ জন ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ ॥
শত দ্রোণ হ'য়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে ॥
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়া করে রণ।
তবু তব পরাজয় না হবে কখন ॥
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার।
তোমাকে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
সহদেব নকুল যতেক যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥

কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ভীমে সেনাপতি করি তুমি কর রণ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অজয় শক্তি অকাতর মতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে।
অভিষেক ভীমেরে করেন সেইক্ষণে॥
ভীমে সেনাপতি করি ধর্ম্মের নন্দন।
হরষিত হইলেন সব যোদ্ধাগণ॥
বাদ্য-কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনি।
জয় জয় শব্দ করে যতেক বাহিনী॥
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ অতি সুললিত।
বীণা বাঁশী বাজে আর সুমধুর গীত॥
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে করিব নিধন॥
এত শুনি হরষিত ধর্ম্মের নন্দন।
মহানাদে গর্জ্জন করিল সেনাগণ॥
সৈন্য-কোলাহলে যেন সিন্ধু উথলিল।
অশ্ব গজ গর্জ্জনে শ্রবণ রুদ্ধ হৈল॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনে।
পৃথিবীর যত বাদ্য করে আচ্ছাদনে॥
হৃষ্টচিত্তে সর্ব্বজন বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনি॥
রাজারে রখিবে সবে করিয়া যতন।
কোনমতে ধরিতে না পারে যেন দ্রোণ॥

———

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন।

হেথায় প্রভাতকালে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে অগ্রে করি রণে আইল তখন॥
রথ ছাড়ি গেল বীর ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্য্যোধন॥
শরশয্যা শয়নে আছেন মহাবীরে।
দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে॥
আজ্ঞা কর পিতামহ প্রসন্নবদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডুপুত্র সনে॥
সেনাপতি সমরেতে করিলাম গুরু।
কি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পতরু॥
শুনি দুর্য্যোধন বাক্য কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুর্য্যোধন।
কদাচিত না লঙ্ঘিবে আমার বচন॥
সকল মঙ্গল হবে পৌরুষ অপার।
পৃথিবীর মধ্যে যশ রহিবে তোমার॥
তোমা সবাকার ভদ্র চিন্তি অনুক্ষণ।
এই হেতু তোমারে যে বলি দুর্য্যোধন॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
কি কারণে ক্ষয় কর কৌরব-সন্তান॥
সৈন্য অপচয় মাত্র হবে ধন শেষ
প্রজার পরম পীড়া নষ্ট হবে দেশ॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম্ম অবতার।
তার সহ প্রীতিতে করহ ব্যবহার॥
রাজ্য ধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি।
যুধিষ্ঠিরে সম্মত করিয়া দিব আমি॥
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশ রক্ষা হেতু তোমা কহি হেন কথা॥
নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবে সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বলে মহাবল।
সসাগরা পৃথিবী তোমার করতল॥
কহ আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এই ক্ষণ।
মম বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্দ্ধর।
তার সহ কোন্ জন করিবে সমর॥
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে।
তাঁর সহ বিরোধে জিনিবে কোন্ জনে॥
অতএব তাঁর সহ কে করিবে রণ।
বংশরক্ষা হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন॥
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য স্থানে॥
দ্রোণাচার্য্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমন করিলে, থাকে সকলে কুশলে॥
বেদতুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলা তুমি সবার কারণ॥

দুর্য্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্য্যোধন করি অনাদর॥
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
সেইমত দুর্য্যোধন অজ্ঞানের প্রায়॥
কি হইবে তস্করে কহিলে ধর্ম্মবাণী।
কভু নাহি হয় সতী, অসতী রমণী॥
এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ব্বজন॥
কোন্ দোষ আমার দেখিলে তোমা সবে।
সবে মাত্র দেখিয়াছ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে॥
অবিরত কটু কথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরুজন গঞ্জনা অনলে তনু দহে॥
বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে।
নাশিব আপন শত্রু ভয় মোর কিসে॥
মৃত্যু হৈতে কষ্ট ভাবি পাণ্ডবের বশ।
মরি যদি সমরে, রহিবে তবু যশ॥
ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম্ম দৈবের সংযোগ॥
পণ করিয়াছি আমি, আপনি বিচারি।
কদাচিত অন্যথা করিতে নাহি পারি॥
এত বলি দুর্য্যোধন হ'য়ে দুঃখমতি।
কর্ণ দুঃশাসনে ল'য়ে চলে শীঘ্রগতি॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে চাহিয়া তবে বলিল বিহিত॥
কালপ্রাপ্ত হইলেক বুঝিয়া দুর্য্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহার' বচন॥
নিশ্চয় জানিনু হৈল কুরুকুল অস্ত।
দিন দুই তিন মধ্যে মজিবে সমস্ত॥
এত বলি ভীষ্মবীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য ল'য়ে দুর্য্যোধন রণস্থলে গেল॥

সঙ্কুল যুদ্ধ।

চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দেবে সাধ্য নয়॥
রথে আরোহণ করি আইলেন বীর।
ভুবনবিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির দেখেন আইল দুর্য্যোধন।
হইলেন বাহির সহিত নারায়ণ॥
করিয়া মকর ব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রণে আইলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই সৈন্য কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
বাদ্যশব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে।
পৃথিবী কম্পিত অশ্ব গজের গর্জ্জনে॥
মুহুর্মুহুঃ যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক টঙ্কার॥
পদাতি পদাতি অগ্রে হইল সংগ্রাম।
গজে গজে যুদ্ধ করে না করে বিশ্রাম॥
রথী রথী যুদ্ধ হয় বীর জনে জনে।
সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কথনে॥
দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
সহদেব শকুনিতে হৈল মহা রণ॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে পঞ্চাল রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অশ্বত্থামা করে রণ॥
মদ্রপতি সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর॥
এইরূপে জনে জনে বাধিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর॥
মহা বাতাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে॥
রুধিরে সাঁতার নদী বহে পঞ্চ ধারে।
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে॥
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলে, কহ করিয়া বিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেইমতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ॥
দ্রোণ ধনঞ্জয়ে যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা॥
দ্রোণ গুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয়॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিতে বলেন দুর্য্যোধন॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলা আপনে।
আমি জীতে ধরিতে না পারিবে রাজনে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য সহাস্য বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠিরে আজি আমি ধরিব সমরে।
দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে॥
দুর্য্যোধন রাজা হেতু করি মহারণ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমি করিব সাধন॥
এত শুনি অর্জ্জুন বলেন আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবেক এত সাধ্য কার॥
এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হুতাশন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শিষ্যস্নেহ উপরোধ আজি নাহি মনে।
সম্বর, সংশয় আজি ঘুচাইব রণে॥
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি অবতার।
হাসিয়া সম্বরে তাহা ইন্দ্রের কুমার॥
দশ বাণ এড়ে গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রুদ্ধ অতিশয়।
গগন ছাইল তবে করি অস্ত্রময়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারেন আচার্য্যের বাণ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
ধনু কাটি দ্রোণের করেন খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু ল'য়ে দ্রোণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে হুতাশন বাণ॥
হইল সংগ্রাম-স্থলে সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়॥
এড়িয়া বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমিষেকে নিবারেণ ঘোর হুতাশন॥
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল।
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল॥
বায়ু অস্ত্রে সেনাগণে করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেন পার্থ মহাবীর॥
তবে অতি ক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
চারি বাণে কাটিলেন তাঁর চারি হয়॥
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
আর দশ বাণ তাঁর তারা হেন ছুটে।
আচার্য্যের বুকে অর্জ্জুনের বাণ ফুটে॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল বিকল।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুবল॥
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
রথ ল'য়ে সারথি সত্বর পলাইল॥
দ্রোণ ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করেন অস্থির॥
ভীম দুর্য্যোধন দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে হইয়া অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে, দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
বায়ুর সমান গদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুইজন প্রহারে দোঁহাকে॥
দোঁহার প্রহার কারো নাহি লাগে গায়।
কেবল হইল যুদ্ধ গদায় গদায়॥
রাশি রাশি পড়ে খসি তাহাতে অনল।
চমকিয়া উঠে কুরু পাণ্ডবের দল॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
দুইজনে দেখা যায় দুই মহীধর॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে খাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্য্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥

দেখি তবে ধাইল যতেক যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
গদা ল'য়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে সম্মুখে যে পায় ॥
তবে দুর্য্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
হস্তীগণে লইয়া মাহুত সেনাপতি।
ভীমের উপরে সে আইল শীঘ্রগতি ॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন ধায়।
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায় ॥
প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড।
তাহা ফেলাইয়া বীর ধরে করি শুণ্ড ॥
অন্তরীক্ষে ঘুরাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে।
স্থির বায়ু মধে রহে গগন উপরে ॥
ভগ্ন গদা ফেলাইল শূন্য হৈল কর।
শূন্য করে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর ॥
হস্তীর উপরে হস্তী মারে ফেলাইয়া।
হস্তী হস্তী চাপনে পড়িল চূর্ণ হৈয়া ॥
শূন্যহস্তে ভীমবীর যুঝে রণমাঝে।
হেন বীর নাহি দেখি, অস্ত্র ধরি যুঝে ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হৈল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
রণমধ্যে বৃকোদর নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র অগ্রেতে ধাইল ॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর ॥
মুষ্টাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমালয় ॥
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপর।
চূর্ণ হ'য়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
রথ চূর্ণ দেখি পলাইল কর্ণ বীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
শূন্যহস্ত বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর।
রথ তুলি মারে আর রথের উপর ॥
যেই দিকে বৃকোদর ক্রোধদৃষ্টে ধায়।
হয় হস্তী রথ রথী সকল পলায় ॥
ভারত যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে।
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে ॥
হেনকালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির ক্রমশঃ যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতেতে যত বীরগণ।
সসৈন্য চলিল সবে করিবারে রণ ॥
যোদ্ধাগণ চলিল চড়িয়া-দিব্যরথে।
গজবাজী পদাতিক চলে যূথে যূথে ॥
হস্তী হস্তী মল্লে মল্লে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্বে আসোয়ার যুঝে নানা অস্ত্র ধ'রে ॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণে আগে করি।
রণস্থলে আইলেন হাতে ধনু ধরি ॥
গগন ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ।
কোটি কোটি সেনাপতি ত্যজিলেক প্রাণ ॥
ক্রোধেতে অর্জ্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ ল'য়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কোপমনে রথে চড়ি করিল গমন ॥
অর্জ্জুন উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান ॥
দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজ মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর ॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
নিরখিয়া দুর্য্যোধন কম্পিত অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥
গদা ফেলি মারিলেক অর্জ্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে ॥

কোপেতে অর্জ্জুন যেন অনল সমান ।
দুর্য্যোধনে প্রহার করিল শত বাণ ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পবান ।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল দুর্য্যোধন ।
রথ ল'য়ে সারথি যোগায় সেইক্ষণ ॥
রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্য্যোধন ।
দেখি ক্রোধে অগ্রসর দ্রোণের নন্দন ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা হয় মহারণ ।
বিস্ময় মানিয়া চায় যত যোদ্ধাগণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা মারে বাণ ।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন ।
দ্রৌণীর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ করেন ক্ষেপণ ।
নিমিষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন ॥
বাণব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনঞ্জয় ।
মহাকোপে পুনশ্চ করেন অস্ত্রময় ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল ।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত হইলে রথ ফিরায় সারথি ।
পলাইলা গেল অশ্বত্থামা যোদ্ধাপতি ॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে ।
হস্তীর উপরে চড়ি চলিল সত্বরে ॥
দুঃশাসনে দেখি কোপে বলে ভীমবীর ।
গদাঘাতে আজি তোর লোটাব শরীর ॥
দ্রৌপদীর মানস করিব আজি পূর্ণ ।
এত বলি গদা ল'য়ে ধায় অতি তূর্ণ ॥
হস্তীর উপরে গদা করিল ক্ষেপণ ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন ।
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন ॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন ।
গদার প্রহারে মারে রথ রথিগণ ॥
তবে অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি ।
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চাপে নিজ রথে ।
ভয়ঙ্কর ধনুক তুলিয়া নিল হাতে ॥
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর ।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া ।
মারিলেন বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥
অচেতন হৈল বীর পরিঘের ঘায় ।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায় ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বৃকোদর ।
মহাকোপে উঠিলেন কম্পিত অধর ॥
গদা ফেলি মারিলেন রথের উপর ।
চূর্ণ হৈল রথখান দেখি লাগে ডর ॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি ।
তাহাতে চড়িয়া অশ্বত্থামা মহামতি ॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ ।
কাটি পাড়ে ভীম তাহা করি খান খান ॥
অতি ক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত অনল ।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধায় মহাবল ॥
রথের উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ।
চূর্ণ হৈল রথখান যায় গড়াগড়ি ॥
লাফ দিয়া অশ্বথামা পলাইয়া যায় ।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে পাছে ধায় ॥
হেনকালে কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান ।
ভীমের উপরে মারে চোক্ চোক্ বাণ ॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ ।
কর্ণেরে এড়েন বাণ পূরিয়া আকর্ণ ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি ।
রথ এড়ি ধায় বীর মহাক্রোধে ফাটি ॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাসুর ।
গদা মারি অশ্ব রথ করিলেন চুর ॥
লাফ দিয়া কর্ণ বীর যায় পলাইয়া ।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেন গিয়া ॥
কর্ণ পলাইয়া গেল দেখি বৃকোদর ।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর ॥
বাণ বৃষ্টি করে বীর সৈন্যের উপর ।
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জ্জর ॥

হেথায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি কাটিলেন সৈন্য নিরন্তর ॥
অর্জ্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল তাহে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন ॥
সেনাপতি তোমা করি করিলাম আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবা করিলে আশ্বাস ॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার ॥
সেনাপতি করিতাম যদ্যপি কর্ণেরে।
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে ॥
মহারথী দেখি তোমা কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি ॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জ্জুন পাইয়া।
তব অস্ত্রে মারে সেনা দেখ দাণ্ডাইয়া ॥
এতেক শুনিয়া গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ডাকিয়া বলিল তবে শুন দুর্য্যোধন ॥
পূর্ব্বেতে তোমায় আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কার্য্য রণে ॥
সেনাপতি যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এ সব কার্য্য নহে প্রয়োজন ॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দন।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণ ॥
তবে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি লইয়া।
আগে হৈতে গুরুপদে পড়িল আসিয়া ॥
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান।
প্রীতিভাবে দুর্য্যোধন করে অভিমান ॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলা ভবনে।
আজ্ঞা কর রাজা দুর্য্যোধন যাক বনে ॥
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়।
দুর্য্যোধন দুঃখ দেখি ব্যথিত হৃদয় ॥
দ্রোণ বলে কহিলাম পূর্ব্বেতে তোমারে।
অর্জ্জুন না থাকিলে ধরিব যুধিষ্ঠিরে ॥
অর্জ্জুন সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির ॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুর্য্যোধন।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের নন্দন ॥
না থাকিবে ধনঞ্জয় সমর পাইয়া।
তবে ধ'রে দিতে পারি রাজাকে বান্ধিয়া ॥
এতেক কহিতে হয় সন্ধ্যার সময়।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয় ॥

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে বিরস বদন ॥
কহিলেন গুরু অগ্রে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ ॥
কি প্রকারে জিনি উপদেশ বল তুমি।
কেবল ভরসা তব করিতেছি আমি ॥
দ্রোণ বলে শুন আমি কহি যে বচন।
তবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্য্যোধন ॥
নারায়ণী সেনা দেখ যুদ্ধে বড় কৃতী।
তাহার সহায় আছে সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
অর্জ্জুনের সহ তারা করুক সমর।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের কোঙর ॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে সংসপ্তকগণ ॥
ত্রিগর্ত্ত রাজাকে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন ॥
নারায়ণী সেনামধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জ্জুনের সহ যুদ্ধ কর মহামতি ॥
সসৈন্যে উত্তর দিকে তুমি চলি যাহ।
অর্জ্জুনের সনে গিয়া সমর করহ ॥
সুশর্ম্মা বলেন শুন আমার বচন।
আজি অর্জ্জুনেরে করিব নিধন ॥
নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ।
জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ ॥

এতেক বলিয়া গর্জ্জে যত সেনাগণ।
শুনি দুর্য্যোধন হৈল উল্লাসিত মন ॥
নারায়ণী সেনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ সপ্তরথী।
তার মধ্যে সুশর্ম্মা হইল সেনাপতি ॥
আনন্দিত মনে সবে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রেতে চলিল ॥
অর্জ্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি।
আইল পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ অগ্রে করি।
অর্জ্জুনের প্রতি বলে সংসপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয় তুমি মোরে দেহ রণ ॥
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম শুন সত্য অঙ্গীকার ॥
এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংসপ্তক সহ যান করিবারে রণ ॥
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংসপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ নাহি নিবারণ ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন দেখি আনন্দিত মন।
হাসিয়া বলিল তবে মিহির নন্দন ॥
বুঝিতে না পরি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা ॥
অর্জ্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংসপ্ত হাতে হইবে সংহার ॥
হরষিত হ'য়ে বড় রাজা ত্বরা করি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু বরাবরি ॥
তোমার ভারতী গুরু মস্তক ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি জানিনু এখন ॥
শত ভাই আমার সহায় কর্ণ রথী।
দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি ॥
বেড়িয়া বধিব ভীমে ভয় তার কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে ॥
দ্রোণ বলে কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি রণে ঘুচাইব পাণ্ডবের নাম ॥
অপূর্ব্ব করিব ব্যূহ অদ্ভুত মানসে।
ব্যূহ করি সবাকারে মারিব নিঃশেষে ॥
আজি সে ধরিব আমি ধর্ম্ম নৃপবর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচর ॥

চক্রব্যূহ করে তবে অদ্ভুত মানসে।
মন্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে।
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথী মধ্যে যারে করিয়া গণনে ॥
বহু রথ রথী হস্তী অশ্ব সেনাগণ।
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সচেতন ॥
তাহার পশ্চাতে রহে মহাশয় দ্রোণ।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের নন্দন ॥
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ।
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন ॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে রণে পরাক্রমী রণে মহামত্ত ॥
দেবের অজিত ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ।
সাহস না হয় কার' করিতে প্রবেশ ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি।
সৈন্যে সৈন্যে সমর বাজিল রণস্থলী ॥
সৈন্যে সৈন্যে মহাযুদ্ধ হৈল আগুয়ান।
গজে গজে মহাযুদ্ধ আর পাছু আন ॥
রথে রথে হৈল যুদ্ধ অশ্বে আসোয়ার।
হুড়াহুড়ি রণস্থলে হৈল মহামার ॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
নিমিষেকে নিপাতিল যত সৈন্যগণ ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর ॥
সংসপ্তকে রহিলেন পার্থ মহামতি।
হেথা সেনা বিনাশয়ে দ্রোণ যোদ্ধাপতি ॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে যান দ্রোণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর ॥
যুধিষ্ঠির উপরে করেন শরবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার কৈল নাহি চলে দৃষ্টি ॥
সহিতে না পারি বড় হইলা ফাঁপর।
মুহূর্ত্তেকে যুধিষ্ঠির করিয়া সমর ॥
দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর।
দুই বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ মনোহর ॥

চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেন খণ্ড ॥
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীরে।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
দেখিয়া কৌরবগণ হরিষ অন্তর।
ধন্য ধন্য করি দ্রোণে প্রশংসে বিস্তর ॥
আজি ধরা গেল ধর্ম্মরাজ গুরু হাতে।
আজি মম মনোরথ পূরে ভালমতে ॥
রাজার সঙ্কট দেখি দৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
আগুলিল দ্রোণে আসি নির্ভয় শরীর ॥
দ্রোণের উপরে এড়িলেন অস্ত্রগণ।
গগন ছাইল বাণে না দেখি তপন ॥
অস্ত্রাঘাতে যুধিষ্ঠির হইয়া কম্পিত।
নকুলের রথে গিয়া চড়েন ত্বরিত ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে হয় অতি ঘোর রণ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা দেখয়ে রাজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে।
দ্রোণের ধনুক বীর চারি বাণে কাটে ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
ধনুক কাটিয়া ফেলে দ্রোণের অগ্রেতে ॥
আর ধনু ল'য়ে দ্রোণ গুণ দিয়া টানে।
সেই ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটে এক বাণে ॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের কবচ কাটি, করে খান খান ॥
আর দশ বাণ বীর ছাড়িল ত্বরিত।
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল মূর্চ্ছিত ॥
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল।
পাণ্ডবের দলে বড় আনন্দ হইল ॥
তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইল চেতন।
লাজে ভরদ্বাজপুত্র মলিন বদন ॥
ক্রোধে এক ধনু ল'য়ে দিলেন টঙ্কার।
শব্দেতে লাগিল তালি কর্ণে সবাকার ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে বাণে বাণ পাঞ্চাল নন্দন ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ হৈল কম্পমান।
একেবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥

বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে বহিছে শোণিত ॥
রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান।
রথ লইয়া সারথি হৈল পাছুয়ান ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি বীর দেখে পলায়ন।
সারথিরে নিন্দা করি বলেন বচন ॥
সম্মুখ সমরে মোর ফিরাইলি রথ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নহি কি তেমত ॥
এইক্ষণে দ্রোণে আমি বিনাশিব রণে।
ঝাট রথ লহ শুন দ্রোণ বিদ্যমানে ॥
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেগে।
অবিলম্বে নিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে ॥
পুনঃ মুখামুখি দোঁহে হইল সমর।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ঠেকিল অম্বর ॥
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দুই ধনু কাটিলেন বাণে ॥
ধনু যদি কাটা গেল অন্য ধনু লয়।
সেই ধনু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয় ॥
যত ধনু লয় বীর কাটে পুনর্ব্বার।
ক্রোধে শেল হাতে নিল দ্রুপদ-কুমার ॥
হাঁকারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে।
যতদূর যায় শেল ততদূর জ্বলে ॥
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ি দিব্য বাণ।
পাঁচ বাণে শেলপাট করে খান খান ॥
শেল যদি কাটা গেল দ্রুপদ-কুমার।
চিন্তিয়া ভাবেন মনে সকলি অসার ॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে ল'য়ে অসি ঢাল।
সম্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভাল ভাল ॥
ভাঙরি কাটিয়া বীর উঠে দ্রোণ রথে।
চারি অশ্ব কাটিলেক অতিশীঘ্র হাতে ॥
সারথি কাটিয়া, দ্রোণে কাটিবারে যায়।
চমৎকার সর্ব্বলোক একদৃষ্টে চায় ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গুরু করিয়া সন্ধান।
অসিচর্ম্ম কাটি তার করে খান খান ॥
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে।
দশবাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন হৃদয়েতে লাগে ॥

াদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
েতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত॥
ষ্টদ্যুম্নে বিমুখ দেখিয়া সর্ব্বজন।
রিলেন দ্রোণোপরি বাণ বরিষণ॥
বে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্যবাণ।
য় হস্তী পদাতিক করে খান খান॥
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
করিছেন মনে চিন্তা কুপিত শরীর॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ বিনা ব্যূহ বিন্ধে নাহি হেনজন॥
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত॥
আইলেন অভিমন্যু রাজার আদেশে।
ভুমিষ্ঠ হইয়া ব র রাজাকে সম্ভাষে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পুত্র শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবার তুমি জান প্রকরণ॥
অভিমন্যু বলে রাজা করি দিবেদন।
প্রবেশ জানি যে আমি, না জানি নির্গম॥
যেইকালে ছিনু আমি, জননী-জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবারে মোরে করহ বিধান॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
হেনকালে জননী জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
প্রবেশে জানিলে কহ নির্গম কারণ॥
এত যদি মাতা জিজ্ঞাসিলেন পিতারে।
নির্গম কারণ নাহি কহিল মায়েরে॥
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমারে।
তবে করি, যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥
শ্রীধর্ম্ম বলেন পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর॥
বাপের সমান পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।
তোমার সহিত যাবে যত বীরবর॥
তোমার পশ্চাতে যাবে ভীম আদি করি।
সত্বর আইস পুত্র দ্রোণেরে সংহারি॥
অন্ধের জীবন তুই নয়নের তারা।
না দেখিলে তোমা ধনে ক্ষণে হই হারা॥
প্রাণ পাঠাইয়া র'ব সংশয়ের স্থান।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ॥
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন।
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আলিঙ্গন॥
কিশোর বয়স তব নব্য কলেবর।
রমণীমোহন রূপ অতি মনোহর॥
অগুরু চন্দন গায় বায়ু বহে গন্ধ।
ভুবনবিজয়ী বীর নহে নিরানন্দ॥
মণি মরকত আদি আভরণ গায়।
হেরিলে জুড়ায় আঁখি আপদ পলায়॥
পীতাম্বর পরিধান হাতে শর ধনু।
সাহসে সিংহের প্রায় দোষহীন তনু॥
রাজাকে কহিল বীর না করিহ ভয়।
করিব সমরে আজি রিপুগণ ক্ষয়॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধরে।
দ্রোণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে॥
এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর।
ইহাতে আপনি কেন এতেক কাতর॥
এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর।
সারথিরে বলে রথ সাজাও সত্বর॥
সুমন্ত্র সারথি বলে করি যোড়কর।
এক নিবেদন মম শুন ধনুর্দ্ধর॥
অত্যল্প বয়স তব নবীন যৌবন
দ্রোণ সহ তোমার উচিত নহে রণ॥
যমের সমান হেন দেখ দ্রোণ বীর
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন।
সারথিরে চাহি বলে করিয়া গর্জ্জন॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি অর্জ্জুন তনয়।
ত্রিভুবন মধ্যেতে কাহারে মোর ভয়॥
দ্রোণের সাহত আজি করিব সমর।
এক বাণে তাহারে পাঠাব যমঘর॥

আজি যদি দ্রোণে আমি মারিবারে পারি ।
বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল শ্রীহরি ॥
যুধিষ্ঠির রাজার করিব কিছু হিত ।
করিব সমর আজি জানাই নিশ্চিত ॥
এইক্ষণে রথ তুমি সাজাও সত্বর ।
অবশ্য করিব যুদ্ধ কিছু নাহি ডর ॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সত্বর ।
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের উপর ॥
জাঠি শেল ঝকড়া যে মুষল মুদ্গর ।
শক্তি ভিন্দিপাল তোলে অসংখ্য তোমর ॥
মহাদর্প করি উঠে রথের উপর ।
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থ-বংশধর ॥
ভীম আদি করি তবে মহারথীগণ ।
তাহার পশ্চাতে যান করিবারে রণ ॥
ব্যূহে প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমিষে ।
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ উপরে বরষে ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি ।
ততোধিক অভিমন্যু করে শরবৃষ্টি ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ মারে সৈন্যের উপর ।
মার মার বলি ডাকে অর্জ্জুন-কোঙর ॥
এক গোটা বাণ বীর তূণ হৈতে আনে ।
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে
গমনে শতেক হয়, সহস্র পতনে ।
এই মত পুনঃ পুনঃ এড়ে অস্ত্রগণে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী ।
কুরুসৈন্য-রক্তে স্নান করে বসুমতী ॥
ভীম আদি করিয়া যতেক বীরগণ ।
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ ॥
জয়দ্রথ ব্যূহ রক্ষা করে প্রাণপণে ।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি অন্য বীরগণে ॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ।
সর্ব্ব বীরে বিমুখ করিল একেশ্বর ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু-বধে ।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

—— ——

অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ ।

ব্যূহে প্রবেশিল যবে অভিমন্যু বীর ।
ভীম আদি যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ ।
চিন্তাকুল হ'ল বড় পড়িল বিপদ ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপণে ।
তাহাতে কহিল শুনি নির্গম না জানে ॥
জানিয়া সমূহ সৈন্যমাঝে গেল রণে ।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেমনে ॥
হেথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ ।
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ ।
উপায় কি আছে আর অপারের সিন্ধু ।
পড়িয়াছি পার নাহি বিধি মাত্র বন্ধু ॥
এত বলি সাহস করিল মহাবীর ।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির ॥
এক রথে অভিমন্যু করে মারমার ।
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার ॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যগণ ।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষা পাখী রন ॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি ।
মীন যেন পড়িল হইয়া জালে বন্দী ॥
তথাপি অভয় ধনু লইলেক হাতে ।
শাসিত করিয়া সৈন্য ভ্রমে এক রথে ॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায় ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায় ॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে তুরঙ্গ বহুত ।
কোটি কোটি সৈন্য মারে সংগ্রামে অদ্ভুত ॥
অলস না হয় তনু সাহসী বালক ।
সৈন্যারণ্য দহে যেন হইয়া পাবক ॥
প্রকাশেন পরাক্রম নাহি তার সীমা ।
বাখানয়ে বালকের বিবিধ মহিমা ॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চ বাণ ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান ॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণ ।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদন ॥

হেনকালে উলুক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥
আইল সমর হেতু অভিমন্যু সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি কোপে অনল সমান।
গাল দিয়া বলে তুই বড়ই অজ্ঞান ॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হৈল ব্রহ্মশাপ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ ॥
ত্যজ আশা, কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব না হবে এই পাঠাই তোমারে ॥
এত বলি ইঙ্গিত করিয়া এড়ে বাণ।
তাহার বিক্রমে উলুকের উড়ে প্রাণ ॥
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে পাড়ে সারথির মুণ্ড ॥
চারি বাণে কাটিলেক রথের চারি হয়।
দুই বাণে উলুকেরে দিল যমালয় ॥
উলুক পড়িল যদি লাগে চমৎকার।
কৌরবের যোদ্ধাগণ করে হাহাকার ॥
করি বহু বিলাপ কান্দেন দুঃশাসন।
এক যোদ্ধাপতি মম উলুক নন্দন ॥
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
আর্জ্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষসেন বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর ॥
অভিমন্যু সহ তবে করে মহারণ
দেখি কোপে জ্বলে বীর কর্ণের নন্দন ॥
কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খান খান ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুন তনয়।
এক ঘায়ে বৃষসেন হৈল মৃতপ্রায় ॥
পুত্র ভঙ্গ দেখি তবে কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির ॥
বহু বিলাপয়ে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল তবে করিবারে রণ ॥
বাছিয়া বাছিয়া কর্ণ এড়ে অস্ত্রগণ।
অস্ত্র ব্যর্থ করে বীর অর্জ্জুন-নন্দন ॥
তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশ বাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
তবেত লক্ষ্মণ দুর্য্যোধনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥
যেইক্ষণে আগু হৈল ভানুমতী-সুত।
অভিমন্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত ॥
হিতবাক্য বলি তোরে ভাইরে লক্ষ্মণ।
এমত কুমতি তোরে দিল কোন্ জন ॥
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না কর সমর ভাই মম বাক্য ধর ॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ ॥
এ সুখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ।
আমার বচন ধর না করিও রণ ॥
ইষ্ট বন্ধু জনক জননী খুড়া ভাই।
মরিলে সম্বন্ধ আর কার' সঙ্গে নাই ॥
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন।
মম সঙ্গে রণে তোর অবশ্য নিধন ॥
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর।
হইলে পরম শত্রু ডর নাহি তার ॥
অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে।
সম্বরিয়া সমর চলিয়া যাহ ঘরে ॥
তোমারে বধিলে সিদ্ধ হবে কোন কায।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্ম্মরাজ ॥
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই।
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই ॥
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর।
বাখানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর ॥

আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা ।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা ॥
বান্ধিয়া লইয়া যাব ধর্ম্মরাজ আগে ।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হৈল রাগে ॥
লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই ।
বুঝিব কেমনে এড়াইবা মোর ঠাঁই ॥
শুনিয়া কহিল তবে অর্জ্জুন-নন্দন ।
ধনুকের গুণে বাণ যুড়ি সেইক্ষণ ॥
দুই বাণে রথধ্বজ হৈল খণ্ড খণ্ড ।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা ।
কুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা ॥
দেখি দুর্য্যোধন শোকে হৈল অচেতন ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন ॥
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর ।
হাহাকার করে রাজা হইয়া কাতর ॥
ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্মবীর বেগে ।
হাতে ধনু করি গেল অভিমন্যু আগে ॥
সেই বেগে আগু হৈল পদ্মবীরবর ।
দুই বাণে কাটিলেক অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুর্য্যোধন দেখি পুত্র হইল সংহার ।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার ॥
পুত্রশোকে দুর্য্যোধন হইল কাতর ।
সর্ব্বনাশ কৈল মোর অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুই পুত্র শোকে রাজা শোকাকুল মন ।
হাতে গদা করি ধায় করিবারে রণ ॥
আর্জ্জুনি বলিল আর কারে নাহি চাই ।
পাণ্ডুবংশ-শত্রু দুষ্ট তোরে যদি পাই ॥
তুমি দুঃখ দিলে পিতা আদি পঞ্চজনে ।
কপট পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে ॥
মোরা বনবাসী, তব সব অধিকার ।
এত অবিচার বিধি কত স'বে আর ॥
পাছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয় ।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয় ॥
না করিহ অবজ্ঞা বলিয়া শিশু মোরে ।
ফিরিয়া যাইতে সাধ না কর অন্তরে ॥

এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান ।
গদা লক্ষ্যে মারিলেক তীক্ষ্ণ দশ বাণ
দশ বাণে গদা কাটি সত্বর ফেলিল ।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত অন্তর ।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর ॥
অভিমন্যু বলে রাজা না চাহি তোমায় ।
পলাইয়া যাও কেন শৃগালের প্রায় ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয় ।
আজি তোমা পাঠাইব শমন-আলয় ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে অর্জ্জুন-তনয় ।
পলাইল দুর্য্যোধন ব্যথিত হৃদয় ॥
এক রথে ভ্রমে বীর অর্জ্জুন-কোঙর ।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় অন্তর ॥
গগন ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি ।
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃষ্টি ॥
অমর্থ সমর্থ বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল ।
কৌশিক কপালী বাণ আর রুদ্রকাল ।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপা তোমর ভল্ল শর ।
বারুণ হুতাশ বাণ সমরে দুষ্কর ॥
কোন স্থানে অগ্নিবাণে পুড়ে সেনাগণ ।
কোন স্থানে মহাঝড় বহিছে পবন ॥
কোন স্থানে মেঘগণে আবরিল ভানু ।
মুষলধারায় বৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু ॥
ঢাকিল রবির তেজ হৈল অন্ধকার ।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার ॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব ফেলে কাটি কার' ।
ধনু সহ বামহস্ত কাটে আসোয়ার ॥
কাহার' কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ।
নাসা শ্রুতি কাটিল দেখিতে বিপরীত ॥
বাণবৃষ্টি করিলেন পূরিয়া সন্ধান ।
কাহার' কাটিয়া পাড়ে পদ দুইখান ॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছটফটি ।
কাটিয়া পাড়িল কার' দন্ত দুই পাটি ॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার ।
অভিমন্যু একাকী করিল মহামার ॥

এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
তাহা সবাকার যত আছিল নন্দন ॥
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা শুনায় সঞ্জয় ॥
শুনহ নৃপতি তুমি অনর্থের কথা।
হইল দৈবেতে বাম দারুণ বিধাতা ॥
অর্জ্জুন-তনয় ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পায় বন্যপশু ॥
অন্ত করে সামন্ত অর্দ্ধেক একা আসি।
দ্রোণ কর্ণ রহিলেন সেই ভয় বাসি ॥
অধোমুখ দুর্য্যোধন মানিয়া বিস্ময়।
চিন্তিয়া আকুল বড় চমকিয়া রয় ॥
ঊনশত ভাই তার হারাইল বোধ।
সমরে অসক্ত বড় যেমন অবোধ ॥
নদী হৈল শোনিতে বহিয়া স্রোত যায়।
প্রলয়কালেতে সৃষ্টি নাশ হৈল প্রায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন সঞ্জয় সুমতি।
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি ॥
একা অভিমন্যু করে মোর সেনাক্ষয়।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজয় ॥
ষোড়শ বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়।
অদ্ভুত শুনিয়া মম কাঁপিছে হৃদয়।
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জ্জুন তনয় ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুনহ কা[illegible]।
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন ॥
পর্ব্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যু বাণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর বাপের সমান ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লয় মন।
সবারে মারিয়া যাবে অর্জ্জুন-নন্দন ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অভিমন্যু বধ।

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ জন্মেজয়।
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুন-তনয় ॥
রথে পড়ে তিন কোটি রথীবৃন্দবর।
ছয়বৃন্দ মদমত্ত পড়িল কুঞ্জর ॥
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার।
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার ॥
শোণিতে হইল নদী ভাসে কত সেনা।
তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি রাশি ফেণা ॥
কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রসে।
শোণিত সাগর মাঝে সাঁতারিয়া ভাসে ॥
ঝন্‌ঝনি রণভূমি অস্ত্র অগ্নিবাণে।
প্রাণপণে যুঝে কৌরবের সেনাগণে ॥
এড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্জ্জুন-তনয়।
কৌরবের ঠাট কাটি করিলেক ক্ষয় ॥
পড়িল অনেক সেনা লেখা জোখা নাই।
তরঙ্গে ঢাকিয়া অঙ্গ ভাসিয়া বেড়াই ॥
শোণিত হইল নীর নৌকা করিবর।
রথচয় ভাসে যেন রাজহংসবর ॥
অশ্ব সব ভাসি বুলে কচ্ছপের প্রায়।
মীনের সদৃশ নর ভাসিয়া বেড়ায় ॥
তৃণের সমান ভাসে ধনু অস্ত্রগণ।
দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্ব্বজন ॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনি-নন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি ক্রোধে অনল সমান।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান ॥
চারি বাণে কাটিল রথের হয় চারি।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি ॥
সারথি পড়িল, রথ হইল অচল।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল ॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ।
কর্ণ নাসা কাটিয়া করেন খান খান ॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখিতে কুৎসিত।
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥

পৃষ্ঠা—৬১০]

অভিমন্যু-বধ।

শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন ।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন ॥
অর্জ্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান ।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান ॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জ্জুন কোঙর ।
কোটি কোটি রথীকে পাঠান যমঘর ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে দিব্যবাণ ।
শোণিতে বহিছে নদী অতি খরশান ॥
দেখিয়া ব্যকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন ।
দ্রোণ চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥
কুমারেরে তুষ্ট তুমি বুঝিনু বিধানে ।
তাই দুষ্ট যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে ॥
বালক হইয়া করে এত অপমান ।
তোমা সব মহারথী আছ বিদ্যমান ॥
বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে ।
একেলা মারিয়া আজি যাইবে সবারে ॥
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর ।
ক্রোধমুখে বলিলেন দ্রোণ মহাবীর ॥
তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ ।
তথাপিও হেন ভাষা কহ দুর্য্যোধন ॥
অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোন জন ।
তার ভয়ে পলাইলে লইয়া জীবন ॥
বাপের সদৃশ বীর যমের সমান ।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা, যারে নারিল সমরে ।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে ॥
রাজা বলে বৃথা গুরু গঞ্জহ আমারে ।
না বলিয়া তোমারে বলিব আর কারে ॥
না জান জীয়ন্তে আমি হইয়াছি মরা ।
শোক দুঃখ অনুতাপে বিধ কৈল জরা ॥
সংশয়ে আশ্রয়ী গিরি সেহ-নহে সার ।
তবে কি উপায় এতে হইবেক আর ॥
বিপক্ষের এক শিশু বধে নানা সেনা ।
নিবারিতে ইহারে নাহিক এক জনা ॥
এতকাল আশ্বাসে বিশ্বাস যাই যার ।
আজি কেন হৈল হীন ভরসা তাহার ॥
নামেতে বিখ্যাত যারা বড় বড় বীর ।
বিষাদে হইল সব দেখি নতশির ॥
করুণা বিষাদ বাক্য নৃপতির শুনি ।
কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমণি ॥
ন্যায়যুদ্ধে অভিমুন্যে জিনিতে যে পারে ।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের সুত ।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥
ন্যায়যুদ্ধে তাহারে নারিবে কদাচন ॥
কহিনু জানিও মম স্বরূপ বচন ॥
দুর্য্যোধন বলে শুন আমার বচন ।
সপ্তরথী এককালে কর গিয়া রণ ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরস বদন ।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥
কৃপাচার্য্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন ।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্য্যোধন ॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি ।
এত বলি কৃপাচার্য্য স্মরিল শ্রীহরি ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে ।
সবারে মারিয়া আজি আর্জ্জুনি যাইবে ॥
প্রধানের সর্ব্বদোষ অন্যায়ে কি ভয় ।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয় ॥
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ ।
বধিয়া বালকে কর আমারে সন্তোষ ॥
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয় ।
সর্ব্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয় ॥
মম বাক্যে তোমা সবা কর এই মতি ।
এককালে অভিমুন্যে বেড় সপ্তরথী
দুঃশাসন শকুনি রাধেয় মম মামা ।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য আর অশ্বত্থামা ॥
আমিও যাইব তথা তোমার পশ্চাৎ ।
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত ॥
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল ।
দুর্নীতি রাজার হস্তে বিধাতা নিয়োজিল ॥
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে ।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে ॥

অমঙ্গল হৈল তার নাহিক অবধি।
শুকাইল সরোবর স্রোত এড়ে নদী॥
আহার এড়িল সব পক্ষী যে প্রমাদে।
আকুল হইয়া যত গ্রাম্যসিংহ কাঁদে॥
অনাচার কর্ম্ম বড় অরণ্যে হইল।
মুহুর্মুহুঃ বসুমতী কাঁপিতে লাগিল॥
রাজলক্ষ্মী রাজারে ছাড়িল অনুতাপে।
অচিরে হইবে নষ্ট এই মহাপাপে॥
অঙ্গ হৈল বিবর্ণ বদন হৈল কালি।
সামর্থ্য-বিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি॥
দেবমায়া দেখে রাজা হইতে গগন।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন॥
আচম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি।
অন্ধকার দেখি সদা মনে ভয় বাসি॥
তথাপি বিষয়-মদে না জানি মরণ।
আজ্ঞা দিল বধ ঝাট পার্থের নন্দন॥
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি॥
এককালে সপ্তরথী করে অস্ত্রময়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয়॥
ভুষণ্ডী তোমর শক্তি বাণ জাঠাজাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ মহা অস্ত্র কোটি কোটি॥
সূচীমুখ শেলমুখ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অনল সমান॥
কপালী কৌশিকী বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল॥
শ্রাবণের মেঘ যেন বৃষ্টি বার বার।
তপন ঢাকিল যেন তিমির আকার॥
একযোগে সপ্তরথী অস্ত্র বরষিল।
অমর ভুজঙ্গ নর চমকিত হৈল॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণবৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার॥
হইল পাবক তুল্য আর্জ্জুনি কুপিয়া।
কৌরবদলের এত অন্যায় দেখিয়া॥
হাহাকার আকাশে অমরগণ করে।
সপ্ত মহারথী বেড়ে এক বালকেরে॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ সে কারণে করে॥
কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি।
মরিবে নিশ্চয় পাপী গরাসিল ফণী॥
মহাবীর্য্য তনুজ, তুলনা নাহি মহী।
সাধু সাধু শব্দ শুনি ইহা বই নাহি॥
অভিমন্যু মহাবীর অবসাদ নাই।
প্রশংসা করিয়া গুণ দেবতারা গাই॥
বন্ধনে সন্ধান পুরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমিষে সকল অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুন তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে সপ্তরথী হতজ্ঞান হয়।
শিশুর শমন বাণ হেন মনে লয়॥
মূর্চ্ছা দেখি রথীর সারথি লয় রথ।
পলাইল রথী ল'য়ে যোজনেক পথ॥
সপ্তরথী এইরূপে যুঝে সাতবার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুন-কুমার॥
অবসাদ নাহি, অস্ত্র এড়ে শিশু যত।
কোটি কোটি সেনা হয় সমরেতে হত॥
হয় পড়ে নাহি সীমা কুঞ্জরের দল।
রথে পথ ঢাকিল চলিতে নাহি স্থল॥
মড়ায় ঘোড়ার ক্ষিতি পদাতিক গদা।
রুধিরে হইল হোড় বরিষার কাদা॥
কতক্ষণে সপ্তরথী পাইল চেতন।
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ॥
কার' মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে॥
কি হৈল কি হইরে কুমার নহে যম।
পলাইল অবসাদে বলে হ'য়ে কম॥
চিন্তিয়া আকুল হ'য়ে কূল নাহি দেখি।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি॥
বালকের ক্লান্তি নাহি আর' বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখে কুরুসৈন্য দল॥

নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী।
নিপাতে নিমিষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি ॥
দুর্নীতি দেখিয়া তবে দুর্য্যোধন ভূপ।
ছাড়িল জীবন আশা শুকাইল মুখ ॥
অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্ধে।
নৃপতির চরণযুগল ধরি কান্দে ॥
কেশরী সমান শিশু মৃগ যেন পেয়ে।
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা চেয়ে ॥
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত জনে।
কহিতে লাগিল অতি বিনয় বচনে ॥
দেখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণসখা ॥
বিনাশিল সর্ব্বসৈন্য অভিমন্যু একা ॥
শুন শুন সপ্তরথী আমার বচন।
পুনরপি অভিমন্যু বেড় সাত জন ॥
সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া।
মোরে রক্ষা কর এই বালকে বধিয়া ॥
জয় করি সমরে পুরাও যদি আশ।
কিনিয়া করিবে তবে মোরে নিজ দাস ॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথী।
পুনরপি যায় রণে সপ্ত সেনাপতি ॥
রথে ব'সে বিক্রমে বাসব তেজ ধরি।
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরি ॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয়ে তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষয়ে মুষলের ধারা ॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা ॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর ॥
ধারায় রুধির বহে অবিরত গায়।
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি করে তায় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয় ॥
অর্জ্জুন হইতে শিশু মহা পরাক্রম।
অবসাদ নাহিক তিলেক নাহি শ্রম ॥
সাবধান হইয়া সবাই কর রণ।
এককালে সন্ধান করহ সপ্তজন ॥

কেহ কাট' ধনুখান কেহ কাট' গুণ।
কেহ কাট' রথ কেহ কাট' অস্ত্র তূণ ॥
এ উপায় বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কাল-অগ্নি সম শিশু দেখ চমৎকার ॥
তবে সপ্তরথী পুনঃ বেড়িল কুমারে।
এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে ॥
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কম্পে তনু।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সে ধনু কাটেন কর্ণ গুণ নাহি দিতে ॥
যতবার ধরিয়া ধনুক হাতে লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সূর্য্যের তনয় ॥
পুনর্ব্বার আর ধনু ল'য়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল ॥
কবচ কাটিল দ্রোণ আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু ॥
কৃপাচার্য্য বাণেতে কাটিল শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্ব মারি অস্ত্রগণ ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্যহস্ত হৈল যেন মদমত্ত হাতী ॥
খড়্গ ল'য়ে চর্ম্ম এড়ি রণ করে বীর।
তাহাতে কাটিল সৈন্য কেহ নহে স্থির ॥
বড় বড় রথী মারে পর্ব্বতের চূড়া।
খান খান করে রথ হ'য়ে যায় গুঁড়া ॥
শত শত হস্তী মারে পর্ব্বতের প্রায়।
পদাতি পাইক মারে ধরণী লুটায় ॥
যোড়া যোড়া ঘোড়া মারে পক্ষীরাজ নাম।
বিষম বালক বড় শমনের সম ॥
তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে মারে শর।
সেই বাণে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর ॥
কাটা চর্ম্ম আচ্ছাদন নাহি তাহা উড়ে।
চতুর্দ্দিক হৈতে বাণ গায়ে আসি পড়ে ॥
শুধু অসি লইয়া সমর করে বীর।
আসে পাশে সম্মুখে সৈন্যের কাটে শির ॥
বড় বড় বীর মারে বড় বড় রথী।
নিবারণে অসক্ত হইল সেনাপতি ॥

হস্তী মারে সহস্রেক অতি তড়বড়ি।
অসংখ্য পদাতি পড়ে যায় গড়াগড়ি॥
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হৈল কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে॥
তিন বাণে কাটিয়া ফেলিল খাণ্ডাখান।
অস্ত্রশূন্য হইলেক না দেখি বিধান॥
চর্ম্ম কাটা গেল, অস্ত্র অবশেষ খাণ্ডা।
তাহা যদি কাটা গেল, ফুরাইল ভাণ্ডা॥
কাহার' বিরাম নাহি বলবান অরি।
অসংখ্য রাজার সেনা গণিতে না পারি॥
পঙ্গপাল পাতে জাল চারিদিকে ঢাকা।
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা॥
নৃপতি অধর্ম্মী বড় অন্যায় সমর।
ধরিয়া বালক মারে পাপিষ্ঠ পামর॥
তবেত' অর্জ্জুন সুতে ভয় হৈল মনে।
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষা নাহি রণে॥
মুকুটীতে সেনা মারে, কর পদ ঘায়।
চড় চাপড়েতে সবে দেয় যমালয়॥
অস্ত্র রথ দুই হীন একেলা কুমার।
চারিদিক হৈতে হয় অস্ত্র অবতার॥
অবসাদ পেয়ে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ॥
আচরিয়া অধর্ম্ম অন্যায় কৈল রণ।
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন॥
পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা।
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা॥
কৃষ্ণ মম মাতুল অর্জ্জুন মম বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল॥
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উল্কার সমান যেন পড়িল নিশ্বাস॥
হাতে করি লইল রথের চক্রদণ্ড।
যমচক্র সম সেই বড়ই প্রচণ্ড॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে করি লৈয়া।
সর্ব্ব সৈন্যগণে বীর মারিলেন গিয়া॥
চূর্ণ করে হয় হস্তী হাজারে হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার॥
সহস্র সহস্র বীর বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক॥
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটিয়া করিল খান খান॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধ যেন সহ জগন্নাথে॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি।
লেখা জোখা নাহিক মারিল ঘোড়া হাতী॥
চক্রহস্ত বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ম্ময়।
তাহার সমান শোভা অভিমন্যু হয়॥
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক।
তিন বাণ প্রহারিল যেন হুতভুক॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে।
কাটিলেন কর্ণ তাহা তিন বাণাঘাতে॥
শূন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় তবু যুঝে সংগ্রামে প্রবীণ॥
পদাঘাত করাঘাত প্রহারেণ যারে।
সেইক্ষণে তাহারে পাঠান যমঘরে॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে বিস্তর॥
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমাণ যূথে।
বড় বড় রথী পড়ে অযুতে অযুতে॥
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ॥
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান॥
রক্তে তনু তোলবোল বিকল শরীর।
পড়িয়া ধরণী ধারা বহিছে রুধির॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
পুনঃ সপ্তরথী করে অস্ত্র বরিষণ॥
হেনকালে আইসে দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন॥
আর্জ্জুনি উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার॥

এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন ॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
অভিমানে নয়নযুগলে বহে লোহ ॥
না দেখিল জনকে মাতুল কৃষ্ণরূপে।
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে মনে জপে ॥
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
চন্দ্রলোকে গমন করিল সেইক্ষণ ॥
রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হইলেন আনন্দিত মন।
বাজাইল রণবাদ্য শত শত জন ॥
দামামা দগড় বাজে শত শত বাঁশী।
বরঙ্গ মোহরী বাজে শত শত কাঁসি ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হৈল গণ্ডগোল ॥
বাজে শঙ্খ দুন্দুভি যে সুমধুর বীণা।
ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে নাহিক গণনা ॥
কুরুসৈন্যে হৈল মহাবাদ্য কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যে যাহার ঘর ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অভিমন্যুর জন্মকথা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিবিরে গেলেন রাজা শোকাকুল মন ॥
বিলাপ করেন ধর্ম্ম কুন্তীর নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন ॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের পুত্রে শোকাকুল মন ॥
ব্যাসে দেখি সর্ব্বজন নমিল উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্ব্বাদ দিয়া ॥

কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত বল আমারে এখন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয় ॥
মহালোভি দুষ্টমতি আমি কুলাধম।
পৃথিবীতে পামর নাহিক আমা সম ॥
রাজ্যলোভে কার্য্যে বাধা ধর্ম্মপথ রোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিত বিরোধ ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
বুঝিলাম আচার সে বিচারে অধর্ম্ম ॥
পাঠানু বালক, শত্রু সমূহের মাঝে।
কহিতে ফাটয়ে বুক হেঁট হই লাজে ॥
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভ্রম।
ব্যূহ প্রবেশিতে পারি না জানি নির্গম ॥
কহিল এ কথা পুত্র মোরে বারে বারে।
তথাপিও যত্ন করি পাঠাইনু তারে ॥
সমরে অধিক সৈন্য বধিয়াছে সুত।
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত ॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশুবধ করে।
দ্রোণ আদি সপ্তরথী বেড়ি তারে মারে ॥
অন্যায় সমরে বধে অভিমন্যু বীর।
নিবারিতে শোক আমি হ'য়েছি অস্থির ॥
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু মহাশোকে হইয়া অস্থির ॥
ব্যাস বলিলেন শোক ত্যজহ রাজন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
মনস্থির কর, শুন আমার বচন।
আর্জ্জুনির পূর্ব্বকথা করহ শ্রবণ ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে ॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তার বহু শিষ্যগণ ॥
চন্দ্রের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া।
সেই স্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া ॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গমুনি সেই স্থানে গেল ॥

মদনে মোহিত চন্দ্র অন্য মন ছিল।
গর্গমুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতি সেইক্ষণে বলেন ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে না দেখ নয়নে।
কি কারণে অমান্য করিলে মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার।
আজি আমি করিব ইহার প্রতিকার॥
মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে এই শাপ দিল গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষ বিশেষে করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কতদিনে মুক্ত হ'য়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হ'য়ে বলে তারে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা উদরে।
করিয়া বীরের কার্য্য পড়িবে সমরে॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎচর অন্তে পুনরাগমন॥
এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা উদরে।
অভিমন্যু জন্মকথা জানাই তোমারে॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এইরূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক না করিহ মহাশয়॥
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাটকন্যার দশা হইবে কেমন॥
রাজ্য আশে হারাই হাতের রত্ননিধি।
না পারি ধরিতে বুক বিড়ম্বিল বিধি॥
এতেক বলিয়া রাজা করেন রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে স্থির তবু নহে মন॥
অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন।
কালপ্রাপ্ত হইলে না রহে কদাচন॥
অর্জ্জুনের সহিত আপনি নারায়ণ।
অর্জ্জুনের শোক করিবেন নিবারণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজেন রোদন।
নিরুৎসাহে বসিল যতেক যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

অর্জ্জুনের অমঙ্গল দর্শন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংসপ্তকে থাকিয়া করেন পার্থ রণ।
উৎপাত অনেক দেখি করেন চিন্তন॥
করুণ ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
শক্তিহীন সমরে, গাণ্ডীব-গুণ ছিঁড়ে॥
বামচক্ষু স্পন্দে, ঘন ঘন বাম কর।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, রণে নাহি ডর॥
কৃষ্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন॥
আজি কেন মম মন হয় উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সব মহাবীর॥
হায় অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি সমর ভিতরে।
কুরুসৈন্যে কোলাহল জয়শব্দ শুনি।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয় ধ্বনি॥
রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধা অভিমন্যু দেখ সবাকার শ্রেষ্ঠ॥

বালক বলিয়া শক্র না বধিবে রণে।
দ্রোণ আদি করিয়া যতেক বীরগণে ॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন।
তার সম পাপী তবে নহে অন্যজন ॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধে অর্জ্জুনে।
রথ চালাইয়া দেন পবনগমনে ॥
শিবির নিকটে উত্তরিয়া ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময় ॥
অন্ধকার করি ব'সে আছেন সভায়।
শোকাকুল সর্ব্বজন দেখিল তথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত ॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমিতে ব'সেছে সবে ত্যজিয়া আসন ॥
এই সব দেখি মম স্থির নহে প্রাণ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান ॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর।
দেখিলেন রোদন করিছে নৃপবর ॥
অধোমুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধাগণ।
একে একে পার্থ করিলেন নিরীক্ষণ ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন মন।
জিজ্ঞাসেন ডাকিয়া ভীমেরে সেইক্ষণ ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদর।
তারে না দেখিয়া মর্ম্ম বিদরে অন্তর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হ'য়ে ভীম নিঃশব্দে রহিল ॥
উত্তর না পেয়ে পার্থ শোকেতে আকুল।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের দুকূল ॥
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে।
অশ্রুধারে বহে ধারা বসি অধোমুখে ॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর মরণ ॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন ॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন।
ব্যূহে প্রবেশিতে না পারিল কোনজন ॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু শোকেতে অস্থির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অভিমন্যু-শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ।

পার্থ মহাবীর, হইলা অস্থির,
তনয়-নিধন শুনি।
হাহা পুত্রবর, মহা ধনুর্দ্ধর,
বীরগণ চূড়ামণি ॥
তোমা বিনা মোর, ঘর হৈল ঘোর
কি করিব রাজ্যধনে।
আমারে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়া
দাগা দিয়া মম প্রাণে ॥
পুত্রে মহাবীর, কন্দর্প শরীর,
চন্দ্রমুখ পরকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত সমান ভাষ ॥
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায় ॥
বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়,
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে,
না রাখিব এই তনু ॥
অর্জ্জুনের বাণী, শুনি চক্রপাণি,
অনেক বিলাপ কৈলা।
মধুর বচনে, কহিয়া অর্জ্জুনে,
কৃষ্ণ ধরি সান্ত্বাইলা ॥
ভারত-চরিত, ব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ নাশ।

ভারত-সঙ্গীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

——

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা ও
জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন ॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প সমান বীর পূর্ণ রূপে গুণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল যেই, তার না কর শোচন ॥
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বড় কার্য্য কৈল সেই, পরিহর শোক ॥
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
কহিনু স্বরূপ এই জানিহ নিশ্চয় ॥
যতেক দেখহ সব পুত্র পরিবার।
কেহ কার' নয় শুন কুন্তীর কুমার ॥
এক কথা কহি তাহা শুন সাবধানে।
দেখিয়াছ বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষিগণে ॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগ্ দিগন্তর ॥
তত্তুল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয় ॥
এইমত সান্ত্বনা করেন নারায়ণ।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন ॥
বসিবারে আসন দিলেন সেইক্ষণ।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজন ॥
পার্থ বলিলেন্ মুনি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা স্থির নহে প্রাণ ॥
ব্যাস বলিলেন ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার, সার কেবল মরণ ॥
সৃজন করিলা প্রভু এ তিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল পাপী না হয় পতন ॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিল অন্তরে ॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু করি হুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হৈল অবতার ॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
প্রভু বলিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও ॥
মৃত্যুরূপে প্রাণীর সংহার কাল পেয়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হ'য়ে ॥
কালপ্রাপ্ত জনেরে যে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে ॥
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মেলি করে তাঁর চরণ বন্দন ॥
তার পরে বাসুদেব কমললোচন।
যুধিষ্ঠির রাজা চাহি বলেন বচন ॥
কহ শুনি অভিমন্যু যুদ্ধের কথন।
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন।
ব্যূহে প্রবেশিতে জানি, না জানি নির্গম ॥
তথাপি পাঠানু তারে করিয়া বিচার।
ব্যূহে প্রবেশিল শিশু করি মহামার ॥
তার পাছে যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে ॥
জয়দ্রথে জিনিতে নারিল কোন জন।
সে কারণে মরিলেন অর্জ্জুন-নন্দন ॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেন সপ্ত সেনাপতি ॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দন ॥
এত শুনি নারায়ণ ক্রোধে হুতাশন।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্টগণ ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥

মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর ।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে ।
পিতা পিতামহ গতি না পায় কথনে ॥
বিনা জয়দ্রথ বধে সূর্য্য অস্ত হয় ।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয় ॥
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর ।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর ॥
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর ।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল বৃকোদর ॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ ।
মহানাদে বাজিতে লাগিল বাদ্যগণ ॥
বড় বড় শঙ্খ বাজে নাহি লেখাজোখা ।
দামামা দগড় বাজে নাহি তার সংখ্যা ॥
কোটি কোটি ডম্ফ বাজে মৃদঙ্গ বিশাল ।
ভেউরি ঝাঝরি বাজে মুহুরী কাহাল ॥
নানাজাতি বাদ্য বাজে কত ক'ব নাম ।
সুমধুর বীণা বাজে অতি অনুপম ॥
মহাকোলাহল শব্দ হইল গর্জ্জন ।
শুনিয়া হইল ত্রস্ত কুরুসৈন্যগণ ॥
দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন ।
শরীর হইল কম্প নহে নিবারণ ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন ।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয় ।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয় ॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে ।
আপনি মরিবে সেই পুড়ি বৈশ্বানরে ॥
এইমত প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ পুনঃ ।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন ॥
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি ।
নিজদেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি ॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন ।
জয়দ্রথে বলে শুন আমার বচন ॥
কি শক্তি অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার ।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার ॥
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে ল'য়ে ।
যথা দ্রোণগুরু-গৃহ উত্তরিল গিয়ে ॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন ।
অবধান কর গুরু এক নিবেদন ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন ।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন ॥
জয়দ্রথ বধ বিনা সূর্য্য অস্ত হয় ।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পেয়ে ।
আমারে কহিল, আমি যাই পলাইয়ে ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর ।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয়ত সুস্থির ॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে ।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহি সে তোমারে ॥
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল ।
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল ॥
কর্ণ আদি করিয়া যতেক যোদ্ধাগণ ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন ।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ ॥
ব্যূহ মধ্যে তোমাকে রাখিব লুকাইয়া ।
দুর্য্যোধন আগু হ'য়ে থাকিবে বেড়িয়া ॥
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয় ।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয় ॥
হেন বুঝি অনুকূল হইবেক ধাতা ।
সে কারণে অর্জ্জুন কহিল হেন কথা ॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয় ।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে নিয়া ।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হৈয়া ॥
কৃপাচার্য্য বলে তবে দ্রোণাচার্য্য প্রতি ।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন ।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন ॥

ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ সহায় যাহার।
হেনজন নাহি পায় কদাচ অপার ॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জান মম স্বরূপ বচন ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হরষিত মন।
যতেক কহিলা তুমি বেদের বচন ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
আয়ুর্যশ পুণ্য বাড়ে শুনে যেই জন ॥
ব্যাস বিরচিত হয় অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

জয়দ্রথবধের বৃত্তান্ত।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথ-বধ কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
অর্দ্ধগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুন কারণ ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলা ক্রোধমন ॥
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না যায় খণ্ডন ॥
জয়দ্রথ বীরে তবে মারিবা কেমনে।
এই যে ভাবনা মম হয় অনুক্ষণে ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবগতি।
কারে ভয়, তুমি যার থাকিবে সারথি ॥
উৎপত্তি প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায়ে তাহার কারে ভয় ॥
অর্জ্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন কৃষ্ণ ধরি অর্জ্জুনের হাত ॥
কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভবন ॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন প্রণিপাত ॥
যোড়হাতে শ্রীনাথ কহেন স্তুতি বাণী।
দেবদেব মহাদেব দেব শূলপাণি ॥
সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব্ব সংসার দহে হইয়া অনল ॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেবদেব দয়া করে ॥
গণ্ডুষে করিয়া পান রাখিলে জগত।
ঘুষিতে রহিল যশ জগতে মহত ॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গদাধর।
ঈষৎ হাসিয়া তবে করেন উত্তর ॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক ॥
ভূভার নাশিতে তুমি অবতার হ'য়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে ল'য়ে ॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ বিধান আজ্ঞা দেব নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ নহে সমাধান ॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণ বধে বালকেরে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজদেহ ত্যজিবে অগ্নিতে ॥
এই হেতু নিবেদি যে শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর ॥
হর বলিলেন হরি শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে ॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে ॥
অনন্তর প্রণমিয়া দেবীর চরণ।
করেন অর্জ্জুন কৃষ্ণ অনেক স্তবন ॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব শত্রু ক্ষয় ॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন তুষ্ট হয় ॥
সেই মত মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করেন দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে ॥
বিদায় হইয়া, গিয়া আপন শিবিরে।
করিলে শয়ন সবার অগোচরে ॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
সুসজ্জা হইয়া যুদ্ধে করিল প্রয়াণ ॥

তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে।
রচিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়ে ॥
বার ক্রোশ পর্য্যন্ত রাখিল সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন ॥
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে।
বেড়িয়া রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে ॥
হেথা সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে অগ্রে করি হলেন বাহির ॥
তবে ধনঞ্জয় ডাকিছেন যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকীরে আর ভীমসেনে ॥
যুধিষ্ঠিরে সবা প্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমারা সবে কর গিয়া রণ ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে ॥
ভীম বলে তুমি যাও জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু তব নাহি মনোব্যথা ॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয় ॥
যদি জয়দ্রথ আজি নাহি হয় বধ।
তবে কি করিবে, মোরে কহ তার পথ ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথেরে মারিব অপ্রমাদে ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলা তারণ।
যত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্দ্ধর ॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
আজি সে হইবে তব শত্রুর নিধন ॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়েন সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন।
মম রথখানি আন করিয়া সাজন ॥
শার্ঙ্গ ধনুকাদি সব তুলহ রথেতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে ॥
কদাচিত ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একেলা করিব আজি কৌরবের ক্ষয় ॥

যেইক্ষণে আমার হইবে শঙ্খধ্বনি।
শব্দ শুনি রথ ল'য়ে যাইবে আপনি ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ ॥
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন আপনে।
তাহার পশ্চাতে যত কুরুসেনাগণে ॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিছেন কুন্তীর কুমার ॥
কি হেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থমাধিক আমি তোমার তনয় ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার ॥
দ্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার রক্ষিত ॥
আমার অগ্রেতে তারে করিবে ঘাতন।
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অর্জ্জুন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে ॥
সপ্তরথী বেড়ি মারে এক ছাওয়ালে।
অতি শিশু অভিমন্যু রণে মারে ছলে ॥
কোন উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে ॥
সন্ধান পূরিয়া মার দিব্য অস্ত্রগণ।
যেইমতে দ্রোণাচার্য্য হয় অচেতন ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতি ক্রুদ্ধমন।
দ্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন ॥
তবে আর বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুগণ ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার।
দেখিব কেমনে রাখ করিয়া প্রকার ॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতি ক্রুদ্ধমন।
করিল অর্জ্জুনোপরি বাণ বরিষণ ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পবান ॥

গগন ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান ॥
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ।
ক্রোধে দ্রোণ করিলেন বরিষণ বাণ ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগতি ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর না বুঝি বিচার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাইব, দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে ॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণ দিকে আছে সেনাগণ ॥
সেই সেনাগণ বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান।
নিমিষে করেন বহু সৈন্য খান খান ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের রথ বেগেতে চলিল।
দ্রোণেরে পশ্চাৎ করি সৈন্যে প্রবেশিল ॥
দ্রোণ বলে ধনঞ্জয় এ কোন বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার ॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু করি নমস্কার।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু যাইব এখন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল।
এক ভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব পদাতিক করে খান খান ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে আগু হৈল দ্রোণের তনয় ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন দ্রৌণীর হাতের শরাসন ॥
আর ধনু ল'য়ে বীর দ্রোণের তনয়।
বাণ বৃষ্টি করে অতি নির্ভয় হৃদয় ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলিল ভূতলে ॥
এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হৈল অচেতন ॥
সেইক্ষণে সারথী আইল এক আর।
অচেতন রথে বীর দ্রোণের কুমার ॥
কতক্ষণে অশ্বত্থামা পাইল চেতন।
ধনু ধরি পুনরপি করে মহারণ ॥
মহাপরাক্রম দোঁহে সমান সোসর।
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি অবসর ॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রৌণীর শরীর ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
অচেতন হ'য়ে বীর রথেতে পড়িল ॥
রথেতে পড়িল বীর হ'য়ে অচেতন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে অগ্রে হৈল মিহির নন্দন।
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনেরে আঁটি।
লেগেছে তোমারে মৃত্যু তেঁই ছটফটি ॥
দ্রোণ-সেনাপতি বলে মম বধ্য নহে।
সে কারণে ভালে ভালে দিন কত রহে ॥
নিশ্চয় আমার হস্তে তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন ॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি।
পশুজ্ঞান করিয়া বধিব তোমা আমি ॥
কুপিয়া বলিছে কর্ণ বুঝিব এখন।
কেমনে সারিয়া আজি যাহ মোর রণ ॥
এত বলি সূর্য্যসুত সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ ॥

সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে।
অগ্নিবাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে॥
অগ্নিতে পক্ষীর পাখা পুড়িল সকল।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
জলেতে নিবৃত্ত হৈল যত হুতাশন॥
হইল প্রলয় নীর সেই রণস্থলে।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি যায় জলে॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমিষে॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে মারিলেন দশ গোটা বাণ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ মনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥
হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেলা।
গগনমণ্ডলে হৈল দ্বিপ্রহর বেলা॥
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হইল রথের চারি হয়॥
শরে বিদ্ধ হইয়াছে চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে॥
দিবা হৈল বহু, তৃণ জল নাহি পায়।
হের দেখ ঘন ঘন মম মুখ চায়॥
সংগ্রাম করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি খাওয়াই অশ্বে তৃণ জল॥
এত শুনি কৃষ্ণেরে কহেন গুড়াকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষীকেশ॥
সংগ্রামের স্থল ইথে না হয় সংশয়।
তৃণশূন্য এই স্থল ধুলা উড়ে যায়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আনি জল খাওয়াব আমি॥

অর্জ্জুন বলেন বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলা নারায়ণ শুনি হয় ভয়॥
ছল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি।
সিন্ধু মাঝে ডুবাইয়া আমারে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি, পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহে সঙ্কটেতে পাই ত্রাণ॥
অনুক্ষণ হৃদয়ে উদয় তাহে দেখি।
হেন অনাথের নাথ মোরে কর দুঃখী॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত সে হইল মিছা।
তবে আর এ ছার জীবনে কিবা ইচ্ছা॥
কেমনে সমর-সিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি চলিলে কাণ্ডারী॥
কমল-নয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রাখিয়াছ ভক্তিতে আমাকে সদা কিনি॥
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয় নিগড়ে বন্দী এড়াইতে নাই॥
কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয় জনে।
নাহি পারি এক দণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে ঘুচাইল যত কড়িয়ালি॥
তৃষিত হইল অশ্ব ক্ষত গাত্র বাণে।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জ্জুনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখ অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণ চাহে মম মুখ পানে।
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করি যে ত্বরিতে॥
তবেত করহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল মল্লগণে॥

এতেক কহিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
এক সরোবর কৈল অপূর্ব্ব রচন ॥
নানা জাতি পক্ষীগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানা পুষ্প ফুটে তার গন্ধে মন মোহে ॥
হংসগণ ক্রীড়া করে হংসীর সহিত।
সারস সারসী ক্রীড়া করে আনন্দিত ॥
পদ্মের সৌরভে গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
লাখে লাখে মত্ত অলি মধুলোভে ধায় ॥
অমৃত সমান হৈল সরোবর-নীর।
অশ্ব ল'য়ে তাহাতে নামেন যদুবীর ॥
জলেতে ধোয়ান কৃষ্ণ অশ্বের শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত ॥
অর্জ্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধাগণ।
সন্ধান পূরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পূরেন সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দিব্য বাণ ॥
শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হ'য়ে শূন্যেতে রহিল ॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে ল'য়ে অশ্বগণে।
জলপান করালেন হরষিত মনে ॥
জলপানে অশ্বগণ হৈল বলবান।
পূর্ব্বের সদৃশ হৈল করি জলপান ॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি ॥
অশ্বগণে রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান হৈল অশ্ব দেখ জলপানে ॥
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
কৃতাঞ্জলি অর্জ্জুন কহেন সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥
তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি ॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অজ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় তোমা দিব ধনঞ্জয় ॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
ধনু ধরি করেন সমর ধনঞ্জয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির পরাজয়।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
যেইমতে সাত্যকির হইল পরাজয় ॥
একদিন বাসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ কালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে ॥
সোমদত্ত বাহ্লীক যে পাঞ্চাল রাজন।
শাল্ব শিশুপাল এল' পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥
আইল অনেক রাজা না হয় বাখান।
সবাকারে বাসুদেব করে অভ্যুত্থান ॥
বিচিত্র আসনে বসাইল সর্ব্বজন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন ॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্ত দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল ॥
বাসুদেব খুড়া শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্তে দেখি শিনি পাইলেক তাপ ॥
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি এ কোন্ মহত্ত্ব ॥
আমা সবা না মানিস্ কোন্ অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে ॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাও পলাইয়া।
আপন সদৃশ যোগ্যস্থানে বৈস গিয়া ॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
সোমদত্ত বলে শিনি না করিস্ গর্ব্ব।
তোমার মহত্ত্ব যাহা আমি জানি সর্ব্ব ॥
এতেক উত্তর মোরে করিস্ বর্ব্বর।
কোন অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবী ভিতর ॥
তোমা হৈতে ন্যূন কেবা আছয়ে ররণী।
মম অগোচর নহে সব আমি জানি ॥

এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপ মন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে শুন সর্ব্বজন ॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দ, ছিদ্র নাহি দেখ আপনার ॥
ইহার উচিত ফল দিব আমি তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে ॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুই জন ॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য যত সভাস্থলে ॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
এক চড়ে দন্তগুলা করে খান খান ॥
তবে সবে উঠি দোঁহে বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল ॥
সভামধ্যে সোমদত্ত পেয়ে অপমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল প্রয়াণ ॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে ॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চাপিয়া আসি বনের ভিতর ॥
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন।
এত বলি তাহারে ডাকেন পঞ্চানন ॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতিভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর ॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা বহু স্তুতি করে ॥
সোমদত্ত বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান ॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অমান্য করিল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল ॥
অগ্নিবৎ অঙ্গ দহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থানে ॥
যদি মোরে বর দিবে দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি ॥
তার পুত্রে মম পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে ॥
ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি ॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তব পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে ॥
প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি।
এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি ॥
শিবস্থানে হেন বর পেয়ে নৃপবর।
আনন্দিত হ'য়ে গেল আপনার ঘর ॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিববরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভূরিশ্রবা-বধ।

মুনি বলে আশ্চর্য্য শুনহ জন্মেজয়।
শিব বরে সাত্যকি পাইল পরাজয় ॥
ভূরিশ্রবা-হস্ত যদি কাটেন অর্জ্জুন।
ভূমেতে পড়িয়া হইলেক অচেতন ॥
পুনরপি বসিয়া উঠিল রণস্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে ॥
ধিক্ ধনঞ্জয় তোর থাকুক্ বীরত্ব।
অন্যায় করিয়া মম কাট তুমি হস্ত ॥
সাত্যকি সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলে আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার ॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হইল লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি কেন হও ভীত ॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা প্রতি।
একা অভিমন্যুরে বেড়িল সপ্তরথী ॥
কোন্ ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলা।
এবে বুঝি সে সকল কথা পাসরিলা ॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্মবুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জ্জুনের নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার ॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা নরপতি।
নিন্দা করি কহিতে লাগিল কৃষ্ণ প্রতি ॥

ভূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিলা প্রমাণ।
তোমা হৈতে এত সব হৈল অপমান ॥
কি কারণে নিন্দা আমি করি অর্জ্জুনেরে।
তোমা সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥
তোমার কুবুদ্ধে হৈল সকল সংহার।
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ ॥
আপনার কর্ম্মভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন বড় হ'য়ে নিন্দি নারায়ণে ॥
অন্তকালে যে জন স্মরয়ে নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
এতেক বলিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
বিধিমতে গোবিন্দেরে করিলেন স্তুতি ॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া ॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান।
নরক হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
কায়মনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ ॥
সর্ব্বকাল তোমা বিনা নাহি জানি আমি।
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী ॥
আপনার গুণে কর আমারে উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয়-পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ দুঃখমন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
সিদ্ধ ঋষি যোগী সেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে আগে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন ॥
ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণেতে এই কথা হয়।
কৃষ্ণধ্যান করি ভূরিশ্রবা মৌনে রয় ॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিয়া ভূমি হৈতে।
খড়্গ ল'য়ে যায় ভূরিশ্রবারে কাটিতে ॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ ল'য়ে করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে ॥
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ।
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে ॥
নিমিষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করে বীর মহাকোপ মন ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের নবতি সহোদরের মৃত্যু।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
অনন্তর ভীমসেন করে ঘোর রণ ॥
ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরুদল।
হাহাকার মহাশব্দ হয় গণ্ডগোল ॥
পুনরপি ভীম উঠি রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর ॥
বিশোক চালায় রথ বায়ুসম গতি।
যুঝিতে যুঝিতে যায় ভীম মহামতি ॥
কতদূর গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হয়ে তারে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥
ভীম বলে কহ অর্জ্জুনের সমাচার।
কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার ॥
সাত্যকি কহিল এই দেখ বৃকোদর।
দ্রোণসহ ধনঞ্জয় করেন সমর ॥
পুনরপি বলে ভীমে কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ছাড়িয়া আইলা কি কারণ ॥
ভীম বলে যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তারে করি সমর্পণ।
আসিয়াছি সমাচার জানিতে এখন ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে আনন্দিত হৈল ॥
ভীমে দেখি কর্ণবীর পুনশ্চ আইল ॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়া।
পুনঃ পুনঃ আসিয়া যাইস্ পলাইয়া ॥

ক্ষণেক থাকিয়া যুঝ তবে জানি কথা ।
একেবারে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা ॥
এত বলি বৃকোদর ধরি ধনুখান ।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণেতে ব্যথিত হইলেন অঙ্গপতি ।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে নাহি তার অন্ত ।
গিরি সম হস্তী পড়ে ঈষা সম দন্ত ॥
ধ্বজছত্র পতাকা পড়য়ে সারি সারি ।
যতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে ।
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিন জনে ॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী ।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব এতেক দেখিয়া ।
আইল নব্বই জন রথেতে চড়িয়া ॥
সৈন্যসজ্জা কোলাহল হয় হস্তী রথ ।
চারিদিকে ঘেরি বেড়ে আবরিল পথ ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর ।
পুনরপি গদা ল'য়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
রথ সব চূর্ণ করি যায় বৃকোদর ।
একে একে মারিল ন'ব্বই সহোদর ॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন ।
ভ্রাতৃগণ শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নৃপবর ।
সহোদর নবতি মারিল বৃকোদর ॥
কি বল কি বল বলে অন্ধ নরপতি ।
মূৰ্চ্ছিতা হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি ॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন ।
বংশনাশ করে মম পাণ্ডুর নন্দন ॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল ।
হাহাকার করে সবে, না বান্ধে কুন্তল ॥
টানিয়া ফেলিল নিজ রত্ন আভরণ ।
শত শত বধূগণ করয়ে ক্রন্দন ॥

চুল ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে শিরে মারে ঘাত ।
আমা সবা এড়ি কোথা গেলে প্রাণনাথ ॥
ইন্দ্র বিদ্যাধরী জিনি রূপ সবাকার ।
দিব্য বস্ত্র পরিধান রত্ন অলঙ্কার ॥
কোমল শরীর সবে পরমাসুন্দরী ।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি ॥
বধূগণ ক্রন্দন শুনিয়া নরবর ।
বিলাপ করয়ে অন্ধ হইয়া কাতর ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূৰ্চ্ছা হয় ক্ষণেক চেতন ।
কোথাপুত্র বলি রাজা করয়ে রোদন ॥
সোণার আগার মম শূন্যময় হৈল ।
ভীমের সমরে পুত্র সকলি মরিল ॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম নাহি দয়া লেশ ।
ভীম হৈতে হইল মোর বংশের শেষ ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর ।
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর ॥
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে ।
কার' বাক্য না শুনিলা তুমি অহঙ্কারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি ।
বিবিধ প্রকারে বুঝাইল তোমা প্রতি ॥
বিদুর বলিল কেন কান্দ নরবর ।
তব হিত হেতু পূর্ব্বে কহিনু বিস্তর ॥
ধনলোভে রাজ্যলোভে কৈলা অপকর্ম্ম ।
আপনি করিলা রাজা আপন অধর্ম্ম ॥
তাহার অসাধ্য রাজা ছিল কোন কর্ম্ম ।
তথাপি না কৈল যুধিষ্ঠির যে অধর্ম্ম ॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে ।
তথাপিও যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
এখন সে সব কথা হইল বিদিত ।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নহে কদাচিত ॥
বিদুরে চাহিয়া তবে কহিল রাজন্ ।
পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য কহ কি কারণ ॥
পুত্রগণ শোকে মম দগ্ধ হৈল মন ।
কটুভাষা পুনঃ পুনঃ কহ অনুক্ষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয় ॥
এতেক কহিতে তথা কুরুবীরগণে।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আইল সেখানে ॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে।
আনন্দিত দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে ॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
শীঘ্রগতি আসিয়া অর্জ্জুন প্রতি কয় ॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ, হইল আসি সন্ধ্যার সময় ॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন ॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর ॥
মিছা মায়া মিছা কায়া জলবিম্ববত।
এ মহীমণ্ডল যাবে পড়িবে পর্ব্বত ॥
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখহ তাহা চিরকাল নয় ॥
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতি শীঘ্র হয় তার সবংশে পতন ॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা বলে সর্ব্বজনে।
করিলে প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে ॥
অর্জ্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রথ।
তুমি যে কহিলে কথা রাখি ধর্ম্মপথ ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্টজনে ॥
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলে হত।
কহ দেখি সে কর্ম্ম কেমন ধর্ম্মমত ॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিও মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব ॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসি কহেন পার্থ তারে ॥
বিশ্বাসঘাতক তব রাজা সম নহি।
কি করিব নিজ কর্ম্ম ল'ব ধর্ম্ম বহি ॥
শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনিয়া জ্বালিল হুতাশন ॥

কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরকর্ম্ম করিয়া বধিলা ক্ষত্রচয় ॥
এখন নিরস্ত্র হ'য়ে মরিবে কেমনে।
অস্ত্র সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে ॥
কৃষ্ণবাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়া সগুণ ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে ঘন ॥
দুর্য্যোধন রাজার হৃদয়ে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু নাহি আর দুঃখ ॥
হাস্যমুখে কহে আগে চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে আগুনে ॥
টান দিয়া ফেলাহ করের শরচাপ।
চক্ষু বুজি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ ॥
অর্জ্জুন বলেন এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথ ল'য়ে তুমি সুখে যাহ বাড়ী ॥
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য আচ্ছাদন ॥
চারিদণ্ড বেলা আছে গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে ॥
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথ বধিতে বিলম্ব আর কেনে ॥
কাটহ উহার মুণ্ড ভূমে না পাড়িবা।
পশ্চাৎ সে সব কথা জানিতে পারিবা ॥
উহার জনক তপ কাম্যবনে করে।
ফেলাইবা মুণ্ড তার হাতের উপরে ॥
বাণে বাণে মুণ্ড ল'য়ে ফেল তার হাতে।
তবে সে হইবে রক্ষা জানিও ইহাতে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ ললাটে মারেন এক বাণ ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে বাণে লয় তার জনকের স্থানে ॥

সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে ।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে ল'য়ে ফেলে ॥
ত্রাস পেয়ে মুণ্ড গোটা ভূমিতে ফেলিল ।
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন ।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিলা বিধান ।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ উপাখ্যান ॥
ভূমে মুণ্ড ফেলিলে সে মরে সেইক্ষণে ।
হেন বর কেবা দিল সিন্ধুর নন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয় ।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজের তনয় ॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে ।
অনাহারে তপ করে অরণ্য ভিতরে ॥
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশ ।
তুষ্ট হ'য়ে বর তারে যাচেন বিশেষ ॥
বর মাগ জয়দ্রথ যেই মনোনীত ।
এত শুনি জয়দ্রথ হৈল আনন্দিত ॥
জয়দ্রথ বলে যদি মোরে দিবা বর ।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর ॥
মম শির কাটি যেই ফেলিবে ধরণী ।
তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি ॥
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি ।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি ॥
হর প্রণমিয়া বীর আনন্দিত মন ।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন ॥
সে কারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম ।
তব রক্ষা হেতু এইরূপ করিলাম ॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল ।
নিশ্চয় জানিহ ইহা যেরূপ হইল ॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে লাগে চমৎকার ।
কৃষ্ণের চরণে করিলেন নমস্কার ॥
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর ।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ ॥
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ ।
তোমার প্রসাদে আমি দেখি বন্ধুজন ॥
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল ।
তোমার ভরসা আমি করি হে কেবল ॥
শুন কৃষ্ণ তুমি মম হও বুদ্ধি বল ।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল ॥
তোমার কারণে কত দিন রব ক্ষিতি ।
তোমার কৃপায় করি ভোগ বসুমতী ॥
তোমার দয়ায় কৃষ্ণ করিব সমর ।
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট সাগর ॥
কাণ্ডারী করুণাময় তরাইতে সিন্ধু ।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু ॥
অগতির গতি তুমি দেব নারায়ণ ।
তোমার রাজীব পদে লইনু শরণ ॥
দীননাথ দয়াময় চাহ দীনজনে ।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে তুমি বিচক্ষণ ।
চিনিলে আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
তোমা হৈতে প্রিয় মম নাহিক সংসারে ।
নিশ্চয় জানিহ যে কহিলাম তোমারে ॥
তোমা পঞ্চজনে মম প্রীতি অতিশয় ।
অতএব তব কার্য্য করি ধনঞ্জয় ॥
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে ।
অনুক্ষণ তারে রাখি বিপদ সাগরে ॥
অনুক্ষণ নাম মোর লয় যেই জন ।
তাহার নাহিক ভয় যমের সদন ॥
জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমে ক্রমে ।
সেই মত মুক্ত আমি করি ভক্তগণে ॥
তুমি প্রিয়বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন ।
অতএব তব কার্য্যে করি প্রাণপণ ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হ'য়ে পূর্ণকাম ।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম ॥
জয়দ্রথ বধ কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের
মহাযুদ্ধ দোষণ ও অলম্বুষ বধ।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বা-নন্দন ॥
তালতরু সম গদা হাতে মহাবীর।
কুরুসেনা মধ্যে ধায় নির্ভয় শরীর ॥
গদা ল'য়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায় ॥
সৃষ্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেইমত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন ॥
পর্ব্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্র সম সর ॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর ॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বী গগনমণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খল খল ॥
মুখ দেখি কুরুসৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন ॥
ঘটোৎকচ মুখ দেখি কুরুসেনাগণ।
সত্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন ॥
শিমুলের তুলা যেন উড়ায় পবন।
হেনমতে পলাইল সব সেনাগণ ॥
ঘটোৎকচ আগেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর ॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন ॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী ॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা ল'য়ে ধায় যেন কাল হুতাশন ॥
ক্ষুধার্ত্ত গরুড় যেন পইল ডুণ্ডুভ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেইরূপ ॥
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর ॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশসনের নন্দন।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ মন ॥
অষ্টশিরা গদা গোটা নিল বীর হাতে।
হাসিতে হাসিতে মারে দোষণের মাথে ॥
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেইমত পড়ে দুঃশাসনের তনয় ॥
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ ॥
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে।
হাতে ধনু করি আসে দিব্য শর ল'য়ে ॥
সন্ধান পূরিয়া যোড়ে চোখ চোখ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর হরিষ অন্তর ॥
দুঃশাসনে ডাকি বলে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়া সুস্থির ॥
কৌতুক দেখিবে আজি যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে বিপক্ষের কাটিল কবচ ॥
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসন অঙ্গ কাটি করে খান খান ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দুঃশাসন বীর।
রণ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির ॥
দুঃশাসন ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর ॥
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ ॥
কোনখানে অগ্নিরূপে দহে সেনাগণ।
দাবানলে দগ্ধ যেন হয় মহাবন ॥
সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণ গণিল তরাস ॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ধন্য ধন্য করিয়া করেন প্রশংসন ॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর কৈল মহামার ॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে আসে কর্ণ রবির নন্দন ॥

ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ ।
ঘটোৎকচ সহ গেল করিবারে রণ ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর ।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিলেক চূর ।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর ॥
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন ।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে ।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমিষে সংহারে ॥
শত শত রথ পড়ে হয়ে খান খান ।
দেখিয়া কৌরবদল হৈল কম্পমান্ ॥
হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধাগণ ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা শোকাকুল মন ॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন ।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান্ ॥
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর ।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর ॥
হাতে তুলে নিল বীর দুর্দ্ধরিষ ধনু ।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র তনু ॥
শীঘ্র অস্ত্র অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান ।
নিমিষেতে নিবারিল ঘটোৎকচ বাণ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর সন্ধান পূরিল ।
তীক্ষ্ণভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল ॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর ।
সিংহনাদ করি বুলে দ্রোণের কুমার ॥
কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন ।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কাল হুতাশন ॥
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হৈল ।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা বেগে পলাইল ॥
ভয়ে কম্পমান হৈল দ্রোণের নন্দন ।
দ্রুতগতি পলাইল লইয়া জীবন ॥

তবে ঘটোৎকচ বীর কুপিত অন্তরে ।
হাতে গদা করি বীর ভ্রময়ে সমরে ॥
লেখা জোখা নাহি যত পড়ে সেনাবর ।
পলাইয়া যায় সবে ত্যজিয়া সমর ॥
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব আসোয়ার ।
পলায় পদাতিগণ লেখা নাহি তার ॥
হেনমতে ঘটোৎকচ করে মহামার ॥
কৌরবের দলে উঠে শব্দ হাহাকার ॥
হেনকালে অলম্বুষ আইল রাক্ষস ।
মহাপরাক্রম বীর অসীম সাহস ॥
রাক্ষসের সেনা ল'য়ে ধাইল সত্বর ।
পর্ব্বত আকার বীর মহাভয়ঙ্কর ॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর ।
মহাগদা হাতে করি নির্ভয় শরীর ॥
গদার প্রহার করে রাক্ষস উপর ।
অনেক রাক্ষস মারে সংগ্রাম ভিতর ॥
অশ্ব হস্তী পদাতিক সম্মুখে যা পায় ।
গদার প্রহারে বীর চূর্ণ করি ধায় ॥
কোটি কোটি সেনা পড়ে না যায় লিখন ।
দেখি পলাইয়া যায় যত যোদ্ধাগণ ॥
তবে ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস ঈশ্বর ।
গদা ল'য়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর ॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙর ।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর ॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর ।
ত্রাস পেয়ে উঠে গিয়া আকাশ উপর ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা নন্দন ॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর ।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর ॥
মহাত্রাসে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কুপিত হইল ॥
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বা নন্দন ।
দেখি ভয়ে রাক্ষস পলায় সেইক্ষণ ॥
তথা হৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থল ।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল ॥

পুনরপি দুইজনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতি অনুপম ॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি অরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর গদা ল'য়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায় ॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস ঈশ্বর।
পুনরপি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে ধরণী উপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি কায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায় ॥
কতক্ষণে রাক্ষস আইল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার ॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বানন্দন।
পুনরপি দুইজনে করে মহারণ ॥
দিব্য রথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণাতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর ॥
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর
বাণে বিন্ধে অলম্বুষে করিল অস্থির ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দ্রুতগতি।
পুনরপি লুকাইল রাক্ষসের পতি ॥
মায়া করি পর্ব্বত হইল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে তার মহাভয়ঙ্কর ॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি!
রণস্থলে পর্ব্বত হইল শীঘ্রগতি ॥
মহাশব্দ করি পড়ে সৈন্যের উপর।
রথধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া পর্ব্বত উপর ॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গে দেখে বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসীম সাহস ॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চূর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতি দূর ॥
পুনরপি রাক্ষস আইল আচম্বিত।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত ॥
একলাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর ॥
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমেতে পাড়িল।
মুকুটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল ॥
অলম্বুষ পড়িল তরাস কুরুদলে।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ ॥

ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক অলম্বুষি বধ।

পিতার মরণ দেখি অলম্বুষি বীর।
সিংহনাদ করি আসে নির্ভয় শরীর ॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি ॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করিকুম্ভস্থলে ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জ্জন ॥
পুনরপি অলম্বুষি চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর হাতে ॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তার রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল।
লাফ দিয়া অলম্বুষি ভূমিতে পড়িল ॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদা যুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতরে ॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার মার
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার ॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিত।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি বিপরীত ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর মহামার কৈল।
অলম্বুষির সব্যহস্তে গদা প্রহারিল ॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হৈল।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ভূমিতে পড়িল ॥

লাফ দিয়া ধরে ঘটোৎকচ মহাবল।
এক চড়ে ভাঙ্গিল তাহার বক্ষঃস্থল॥
মহাকায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে॥
অলম্বুষি পড়িল দেখিল বিদ্যমান।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান॥
গদা হাতে করি ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির॥

—:—

ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক পাণ্ড্য রাজা বধ।

মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ সৈন্য অশ্বগণে চূর্ণ করি যায়॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
আজি ঘটোৎকচ বীর করিল সংহার।
মম সৈন্যে বীর নাহি সমান ইহার॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সম দুইজনা।
অন্য বীর নাহি এই দোঁহার তুলনা॥
ভীমের সমান বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি ধায় যেন কাল সম॥
হেনকালে পাণ্ড্য রাজা রথে চড়ি এল।
দুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল॥
কি কারণে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
দেখ ঘটোৎকচ বীরে বিনাশিব আমি॥
এত বলি ধনু ধরি যায় নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
ঘটোৎকচে দেখি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সমরের সাধ॥
স্থির হ'য়ে ঘটোৎকচ দেহ মোরে রণ।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
এত শুনি ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হৈল।
হাতে গদা করি বীর সমরে ধাইল॥
সন্ধান পূরিয়া পাণ্ড্য রাজা এড়ে বাণ।
গদায় ঠেকিয়া তাহা হৈল খান খান॥
তবে পাণ্ড্য রাজা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে খান খান॥
গদা কাটা গেল বীর অস্ত্র নাহি আর।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথখান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ॥
এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্যরাজা ত্যজিল জীবন॥
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
সবে মেলি ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্ব্বনাশ কৈল মম ভীমের নন্দন।
কিরূপেতে জয় হবে আজিকার রণ॥
ইহার বিধান সবে কহ ত আমারে।
ঘটোৎকচ বধ করি কিমত প্রকারে॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া সর্ব্বজন।
রথে চড়ি ধায় সবে করিবারে রণ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর॥
ভুষণ্ডী তোমর শক্তি শেল জাঠাজাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ নানা অস্ত্র কোটি কোটি॥
মুষলের ধারে যেন বৃষ্টি হয় নীর।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর॥
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সবাকার বাণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হৈল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্বজন॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ যমের সমান।
নিমিষেকে মারিলেক লক্ষ সেনাগণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় হৈল দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া ধায় যত যোদ্ধাগণ॥
রথ ছাড়ি হয় ছাড়ি পথে সবে ধায়।
আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়॥

বিষম সমরে সেনা করিল নিধন।
বিমানে বসিয়া দেখে সর্ব্ব দেবগণ ॥
শোকাকুল দুর্য্যোধন হইল মূর্চ্ছিত।
জ্ঞানহীন হৈল যেন নাহিক সম্বিত ॥

কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ।

কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতে ভাবিতে তার হৃদয় শুকায় ॥
চিন্তাজ্বর উপজিল থর থর কাঁপি।
আগুন ছুটিল গায় হ'য়ে অনুতাপী ॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন ॥
একঘাতী অস্ত্র আছে তোমার সদনে।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র নহে নিবারণে ॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে না যায় খণ্ডন ॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু তোমায় ॥
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তাহার কারণে ॥
কবচ বিতরি পাই সেই মহাবাণ।
তাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে টান ॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচে বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি ॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা তার এই সংঘটন ॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি তাহার কারণে ॥
অশ্বত্থামা বলে ভাল বলিলে বিধান।
আজি ঘটোৎকচেরে কর সমাধান ॥
ইহার হাতেতে যদি রক্ষা পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিবে জীবনে ॥
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিত মন।
ভাল যুক্তি কহিলা হে গুরুর নন্দন ॥
দুর্য্যোধন বলে শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্র এড়িয়া রাক্ষস বধ কর ॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে ॥
অর্জ্জুনে বধিবে বলি রাখিয়াছে বাণ।
যে হয় পশ্চাৎ তার করিব বিধান ॥
আজি রক্ষা কর ঝাট রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ সেনা সংহারে সাক্ষাতে ॥
এইকালে শীঘ্র কর রাক্ষস সংহার।
কোটি কোটি সৈন্য দেখ মারিল আমার ॥
এত শুনি কর্ণবীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর ॥
মহাদম্ভ করি যায় রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হৈল আনন্দিত মন ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিধানে উত্তরিল গিয়া ॥
কোপে ঘটোৎকচ বীর গদা ল'য়ে করে।
হুঙ্কার করিয়া ধায় সংগ্রাম ভিতরে ॥
গদার প্রহারে মারে বড় বড় রথী।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী ॥
গলা ধরি ঘোড়া মারে করি-কুম্ভে গদা।
গর্জ্জিয়া গজেন্দ্র পড়ে, পাড়ে রণে গদা ॥
চরণের বীরদাপে বসুমতী কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি একলাফে ॥
বাণ নাহি বিন্ধে গায় উখড়িয়া পড়ে।
ঘন ঘন সংগ্রামেতে সিংহনাদ ছাড়ে ॥
বিপরীত বীরবর মহা বক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশ পতি ॥
লইয়া একাঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া মারে রাক্ষস-হৃদয় ॥
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হইলা নিরস্ত্র ॥
পর্ব্বত হইয়া অস্ত্র আইসে ত্বরিতে।
পড়িছে অনলকণা সে অস্ত্র হইতে ॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার হাতে নাহিক এড়ান ॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদগর মারে অস্ত্রের উপরে ॥

সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি।
বক্ষঃদেশ বিন্ধিলেক ঘটোৎকচ রথী ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন পিতা বৃকোদর ॥
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার ॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুকুল ॥
বীরকর্ম্ম করিয়াছ অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাও স্বর্গপুরে ॥
এত শুনি ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ করে কলেবর ॥
কুরুবল চাপিয়া পড়িল মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চূর ॥
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত ॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল তাহে যত বন্ধুজন ॥
দুই দলে হইল ক্রন্দন কোলাহল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
এই কালে ঘটোৎকচ হইল সংহার ॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয় জয় বাজিছে বাজনা ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন ॥
পুত্রহত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি ধায় মহারুষ্ট মন ॥
সৃষ্টি নাশ হেতু যেন দীপ্তিমান চণ্ড।
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ড ভণ্ড ॥
শত শত হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমিষেকে পদাতিক দিল যমঘরে ॥
ভীমকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সৈন্যগণ।
গদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হৈল সর্ব্বজন ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর।
রথীগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর ॥
দুর্য্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র করি রথী পড়ি যায় রথে ॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি তাপিত হৃদয় ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুনহ বচন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্বজন হৈল আনন্দিত ॥
ধন্য ধন্য বলি পার্থে বলেন বচন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয় ॥
এত বলি আনন্দিত হৈল সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হ'য়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ ॥
রণস্থলে পড়িলেন হইয়া কাতর।
রথিগণ প'ড়ে গেল রথের উপর ॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে পড়ে সৈন্য শবের আকার ॥
রাজগণ পথে পড়ে মৃতপ্রায় হৈয়া।
রতন মুকুট সব পড়িল খসিয়া।
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর।
রূপবন্ত বলবন্ত সবে মহাবীর ॥
বিনা খাট পালঙ্ক সুনিদ্রা নাহি হয়।
রাজচক্রবর্ত্তী সবে রাজার তনয় ॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্নগৃহ মাঝে।
কুসুম শয্যায় নিদ্রা যায় মহারাজে ॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমন করিলে নিদ্রা যায় কদাচন ॥
হেন সব রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যায় হ'য়ে অচেতন ॥

সৈন্যের শোণিত সব হইল কর্দ্দম।
হেনমতে রণস্থল দেখি হয় ভ্রম ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
প্রেত ভূত পিশাচ আইল ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
দুর্গন্ধ কারণে লোক পথ নাহি চলে।
দেবগণ ভয় করে সেই রণস্থলে ॥
নিদ্রা যায় রাজগণ হ'য়ে অচেতন।
শবের উপরে সবে করিল শয়ন ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্য্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট কৈল জ্ঞাতিগণে ॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন ল'য়ে নারায়ণ ॥
ঘটোৎকচ শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ অতি দুঃখকর ॥
অভিমন্যু শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর ॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয় ॥
দুই পুত্রশোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর ॥
এমত শুনিয়া কহিছেন ভগবান।
বড় কর্ম্ম কৈল তবে ভীমের সন্তান ॥
তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুনহ কহি যে তার পূর্ব্ব সমাচার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জ্জুন বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সেই আসে শচীকান্ত ॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির ॥
কর্ণের সমান দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে ॥
তব হিত হেতু আসে সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন ॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে ॥
প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়।
কোন্ দেশে ঘর তব কহ মহাশয় ॥
কিসের কারণে হেথা গমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার ॥
আশীর্ব্বাদ করি কহে সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্য্যের নন্দন ॥
এত শুনি কর্ণ বলে কহ দ্বিজবর।
কোন্ দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর ॥
ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর ॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
নাহি জানি দ্বিজরূপে আসে কোন্জন ॥
যে হোক সে হোক মম সত্য অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
এত চিন্তি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর।
দিব ত সর্ব্বথা আমি কহিনু সত্বর ॥
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
যদি প্রাণ চাহ দিব না করি বিচার ॥
এত শুনি কহিলেন কর্ণের গোচর।
কবচ কুণ্ডল দান করহ সত্বর ॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
হেনকালে সূর্য্যবাক্য হইল স্মরণ ॥
যোড়হাতে কর্ণ বলে করি নিবেদন।
জানিনু আপনি তুমি সহস্রলোচন ॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা ॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণবীর করিল প্রণাম ॥
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয়।
অর্জ্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয় ॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহারে মারিবে হেন আছে কোনজন ॥
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন।
কুরুক্ষেত্রে যখন হইবে মহারণ ॥
এত বলি কর্ণ বীর হাতে খড়্গ লৈয়া।
অঙ্গ কাটিয়া কবচ দিল সে খুলিয়া ॥

কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন মাগি লহ বর॥
কর্ণ বলে বর যদি দিবে মেঘবান।
একঘাতী অস্ত্র দেব মোরে কর দান॥
কর্ণেরে একাঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ কুণ্ডল ল'য়ে গেল নিজ ঘর॥
বজ্র সম বাণ সেই নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহুদিন গুপ্ত রাখে কেহ নাহি জানে॥
ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সকল সংহার।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার॥
ঘটোৎকচ হেতু মৃত্যু নহিল তোমার।
নিশ্চয় জানহ এই কুন্তীর কুমার॥
অতএব শোক না করিহ ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য্য জানি শত্রু কর ক্ষয়॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিত মন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংসার সাগর ঘোর তরিতে তরণী॥
অবহেলে যেই জন শুনে মন দিয়া।
অন্তকালে স্বর্গে যায় চতুর্ভুজ হৈয়া॥
কাশীরাম দাস প্রণামে সাধুজনে।
দৃঢ় করি ভজ ভাই গোবিন্দ চরণে॥

যুদ্ধে দ্রুপদরাজার মৃত্যু।

মুনি বলে অনন্তর শুনহ রাজন।
প্রভাতে আইল সবে হয়ে একমন॥
সংসপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুই সৈন্যে কোলাহল হইল প্রলয়॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর।
বাণ বৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পাঞ্চাল-নন্দন।
বিরাট সহিত সোমদত্ত করে রণ॥
সহদেব শকুনি করয়ে ঘোর রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্রপতি করে রণ॥
শিখণ্ডী-সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
সমানে সমানে হয় ঘোর মহারণ॥
প্রলয়কালেতে যেন মেঘের গর্জ্জন।
সেই মত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জ্জন॥
কৃপাচার্য্য সহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজ সহ যুঝে সুমন্ত নৃপতি।
শতানীক করে যুদ্ধ পৌরব সংহতি॥
হেনমতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ।
মহাকোপে করে সবে অস্ত্র বরিষণ॥
ভীম সনে গদা যুদ্ধ করে দুর্য্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিত মন॥
নকুলেতে দুঃশাসনে হয় মহারণ।
কোপে দোঁহাকারে দোঁহে করে প্রহরণ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর মদ্র-সুতাসুত।
দুঃশাসন অঙ্গে বাণ মারিল বহুত॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে অঙ্গে প্রাণমাত্র শেষ॥
অজ্ঞান হইয়া বীর রথের উপর।
খসিয়া পড়িল হাত হৈতে ধনুঃশর॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইয়া চেতন।
ধনু ধরি দুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ॥
দুই জনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
তবে কোপে নকুল এড়িল দুই বাণ।
রথধ্বজ কাটিয়া করিল খান খান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি ভয়ে দুঃশাসন হইল বিকল॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল॥

ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল ঈশ্বর ।
বাণবৃষ্টি পরস্পর দোঁহার উপর ॥
পর্ব্বত আকার হস্তী করি আরোহণ ॥
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরক-নন্দন ॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন তৃণবৎ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পাঞ্চাল ঈশ্বর ।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ শর ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল ।
ভগদত্ত অঙ্গ হ'তে শোণিত বহিল ॥
স্থির হ'য়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান ।
দ্রুপদের ধনু কাটি করে দুই খান ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ি দুই বাণ ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে ততক্ষণ ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ভগদত্ত নৃপবর ।
দুই খান করি কাটে পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥
তারপর ভগদত্ত পঞ্চদশ বাণে ।
মারিল পাঞ্চালরাজে বিশিষ্ট সন্ধানে ॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির ।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির ॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন ॥
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ ।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান ।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান ॥
সৈন্যগণ ক্ষয় মম করিল বিস্তর ।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর ॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন ।
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম শুন নারায়ণ ॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ হ'য়ে আনন্দিত ।
ভগদত্ত বধে রথ চালান ত্বরিত ॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবন সমান ।
ভগদত্ত সম্মুখে আইল সেইক্ষণ ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ধায় ভগদত্তবীর ।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে নীর ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি ।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি ॥
অবশ্য করিব আজি তোমাকে সংহার ।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবে আমার ॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
ডাকিয়া বলেন গর্ব্ব ত্যজহ বর্ব্বর ॥
কোন্ কর্ম্ম করি তোর এত অহঙ্কার ।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিবে যোদ্ধাগণ ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত ।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত ॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর ।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন দামোদর ॥
তথা হৈতে রথ রাখিলেন একভিত ।
রাজা যুধিষ্ঠির হইলেন আনন্দিত ॥
পুনরপি দুইজনে হইল সমর ।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর ॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান ।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ চোখ বাণ ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান ।
ভগদত্ত বাণ করিলেন খান খান ॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে ।
নারাচ মারিল বীর করি কুম্ভস্থলে ॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল হইল ।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল ॥
হস্তী যদি পড়িল দেখিল ভগদত্ত ।
হেনকালে সারথি যোগায় এক রথ ॥
ষাটি ষাটি হস্তী সেই রথখান বহে ॥
বিস্ময় মানিয়া সর্ব্ব যোদ্ধাগণ চাহে ॥
হেন রথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ ।
অতি কোপে করিলেন বাণ বরিষণ ॥

ত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান ।
নিমিষে করেন পার্থ তাহা খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে ভগদত্ত বীর ।
অর্জ্জুন উপরে মারে চৌষট্টি তোমর ॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন উপর ।
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির ।
খরতর স্রোতে বহে অঙ্গের রুধির ॥
অচেতন হইলেন রথের উপর ।
ক্রোধ করি তখন কহিল দামোদর ॥
কি হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে ।
অন্য মন কর তুমি কিসের কারণে ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্ত মারিবারে ।
তবে কেন অচেতন হৈলা একেবারে ॥
ভগদত্তে ক্ষয় কর এড়ি দিব্য বাণ ।
আকর্ণ পূরিয়া তুমি করহ সন্ধান ॥
আশা পেয়ে হাসে দেখ দুষ্ট দুর্য্যোধন ।
দেখ কুরুকুল সব প্রফুল্ল বদন ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া ।
দিব্য অস্ত্র যুড়িলেন ধনু টঙ্কারিয়া ॥
গগন ছাইয়া বান এড়েন তখন ।
মুষল ধারাতে যেন বর্ষে নবঘন ॥
অস্ত্র বিনা সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি আর ।
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান ।
নিমিষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে ।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে ॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন ॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ বসাইল চাপে ।
অস্ত্র দেখি দেবগণ ইন্দ্র আদি কাঁপে ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেক বাণ ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান ॥
দেখিয়া বৈষ্ণব বাণ দেব নারায়ণ ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন কারণ ॥
অর্জ্জুনের পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ ।
বুক পাতি আপনি দিলেন সেইক্ষণ ॥
কৃষ্ণের শরীরে আসি লিপ্ত হৈল বাণ ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হৈল কম্পমান ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত বদন ।
কৃতাঞ্জলি করিয়া করেন নিবেদন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান ।
কি কারণে হৃদয়ে ধরিলা তুমি বাণ ॥
কোন্ কাজে ন্যূন তুমি দেখিলা কখন ।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলা প্রমাণ ।
তোমা হৈতে নিবারণ নহে এই বাণ ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা ।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবা আমারে ।
হেনমত অস্ত্র কেবা দিলেক উহারে ॥
নিবারণ নহে অস্ত্র কিসের কারণ ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কহি তব স্থান ।
চারি মূর্ত্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ ॥
এক মূর্ত্তি তপস্যা করেন অনুক্ষণ ।
আর মূর্ত্তি ত্রিভুবন করয়ে পালন ॥
আর মূর্ত্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন ।
অন্তরূপে এক মূর্ত্তি সংসার কারণ ॥
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে ।
তাহা হ'তে পায় পৃথ্বী, সে দিল নন্দনে ॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা ।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিচক্ষণ বলে মহাতেজা ॥
এই অস্ত্র প্রতাপে জিনিল ভূমণ্ডল ।
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখণ্ডল ॥
কদাচিৎ ব্যর্থ যদি মম চক্র হয় ।
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ কভু ব্যর্থ নয় ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অন্তর ।
পুনরপি পার্থকে কহিল গদাধর ॥
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর ।
এইকালে ঝটিতি কাটহ তার শির ॥

তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন ॥
আছিল বাণের তেজে বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত, কার শক্তি আগুয়ান ॥
এবে কিন্তু চিন্তা নাহি কর ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানিহ নিশ্চয় ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ি পঞ্চবাণ।
ভগদত্ত ধনুক করেন খান খান ॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেই ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন ॥
পুনঃ পুনঃ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে সব কাটিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুনের মাথে ॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান।
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ি বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশ সমান ॥
দুইখান হ'য়ে পড়ে রথের উপর।
এক ঘায় ভগদত্ত গেল যমঘর ॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির ॥
ভগদত্ত রথ ল'য়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতর ॥
শত শত সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেন বীর নাহি নিবারয়ে রথখানে ॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবননন্দন।
সাবধানে সাপুটিয়া ধরে রথখান ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরব দল হৈল কম্পমান ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা ভগদত্ত বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

—

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু।

মুনি বলে মহাশয়, শুন ওহে জন্মেজ
হেন মতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন, শোকেতে আকুলম
আরোহণ কৈল গজমত্ত ॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাহি
এমন উত্তম গজবর।
বর্ণে যিনি জলধর, ঈষাদন্ত সম শ
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, দুর্য্যোধন নৃপব
ভীমসেন করিতে সমর ॥
দেখি রায় বৃকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্ক
শমন সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে, দশনে অধর চাপে
বজ্র সম কঠিন শরীর ॥
গদা যেন কাল দণ্ড, সৈন্য করে লণ্ড ভং
এক ঘায়ে মারে শত শত।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি ত
শত শত চূর্ণ করে রথ ॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ করে ঘোরত
বায়ুবেগে ধায় মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, মূর্ত্তি যেন বৃহস্তা
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করিবরে আরোহ
গদা ল'য়ে ধায় মহাবীর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত ম
সংগ্রাম হইল ঘোরতর ॥
তবে কোপে বায়ুসুত, হ'য়ে যেন যমদূ
গদাতে ভাঙ্গিল তার মুণ্ড।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে ক
মস্তক হইল খণ্ড খণ্ড ॥
ভয়েতে কম্পিত মন, একলাফে দুর্য্যো
হস্তী এড়ি পড়িল ধরণী।

দা ল'য়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রাঘাত যেন শব্দ শুনি ॥
দাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে কম্পে থর থর,
ধরিলেন গদা দৃঢ়মুষ্টি ।
গনুবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তরে সমবর্ত্তী,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥
মতি কোপে বৃকোদর, মারে গদা খরতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর ।
দাঘাতে দুর্য্যোধন, অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন,
পলাইল ত্যজিয়া সমর ॥
র্য্যোধন ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হ'য়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ ।
সন্য কেহ নহে স্থির,দেখি কাঁপে দ্রোণবীর,
দ্রুতগতি এলেন তখন ॥
মাকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ, এড়ি যত অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেন ভীমের হৃদয় ।
মূর্চ্ছিত হইল বীর, অঙ্গে বহিছে রুধির,
পলাইল পবন তনয় ॥
পলাইল ভীমসেন, দেখি আনন্দিত-দ্রোণ,
বাণবৃষ্টি করে মহাবীর ।
শত শত সৈন্য পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য অপচয়,
দ্রুত আসে দ্রোণের সম্মুখে ।
ক্রোধে করে বাণবৃষ্টি, যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে ॥
অর্জ্জুনের দশ বাণ, দ্রোণচার্য্য বলবান,
মরিলেক সমর ভিতরে ।
খাইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থবীর হতজ্ঞান,
পড়িলেক রথের উপরে ॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্য্য গেল ফিরি,
সেনাগণে করিতে বিনাশ ।
দারুণ দ্রোণের বাণ, স্থির নহে কোন জন,
যুধিষ্ঠির গণেন হুতাশ ॥
যেই বীর রণবেশে, দ্রোণের সম্মুখে আসে,
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার ।

যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ নিরুপম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার ॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ, কহেন মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন ।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হ'য়ে পরাভব,
ভীম হস্তে হইল নিধন ॥
শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর, হইলেন যে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস ।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে, শূন্যবাণী হৈল তবে,
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস ॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চন্দ্রসূর্য্য স্থান ছাড়ে,
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি ।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি ॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি ।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর, চারিযুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি ॥
পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় বুঝ ভীমস্থানে ।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয়জানিহ তুমি,
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে ॥
এতশুনি দ্রোণাচার্য্য, পুত্রশোকে হীনধৈর্য্য,
পুনরপি কহিল তখন ।
তবে আমি সত্য মানি, যদি কহে নৃপমণি,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজ পাশ ।
অশ্বত্থামা হত বাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি,
দ্রোণ যেন জানে সত্যভাষ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিলেন পাণ্ডব মণি,
কিরূপে কহিব মিথ্যাবাণী ।
আমাতে বিশ্বাস করি,দ্রোণ জিজ্ঞাসিবে হরি,
মম বাক্য সত্য হেন জানি ॥
কেমনে কহিব মিথ্যা, যুক্তি নহে এই কথা,
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ ।

বিশ্বাসঘাতিতা করি, কিমতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস ॥
পুনরপি নারায়ণ, করিছেন বিজ্ঞাপন,
প্রকার করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হতবাণী, আমি তাহা সত্য জানি,
ইতি গজ পড়িয়াছে রণে ॥
পুনঃ কন যুধিষ্ঠীর, শুন শুন যদুবীর,
তথাপিও অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বলহ উত্তর ॥
এত শুনি বৃকোদর, ক্রোধে কম্পে কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডব স্বামী, সকল নাশিলে তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন ॥
অধর্ম্ম করিলে যদি, হয় লোক অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্ত যোদ্ধাগণে
একা শিশু করিল নিধন ॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম্ম, তুমি কি করিলা কর্ম্ম,
নাশিলা সকল রাজ্যধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন ॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ, কহি আমি পুনঃপুনঃ,
কহি পুনঃ এক শত বার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বত্থামা হত মারোদ্ধার ॥
শুন দ্রোণ কহি সার, সময়েতে আজিকার,
মম হস্তে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানহ তুমি,
এই কথা নহে অন্য মত ॥
এত শুনি কহে দ্রোণ, প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মম সুত, কহে ধর্ম্ম সুচরিত,
নিজমুখে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
শুনিয়া ত নারায়ণ, কুপিত হইল মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্যবাণী,
তবে যদি বধিবে দ্রোণেরে ॥
তাহা শুনি ধর্ম্মসুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হৈল নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানহ স্বরূপ এ উত্তর।
পুনরপি কহে দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহেন ধর্ম্মের সুত, অশ্বত্থামা হৈল হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ ॥
দ্রোণ পুছে যতবার, কহিছেন ততবার,
যুধিষ্ঠির সে মত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজবাণী,
পুনঃ পুনঃ দ্রোণের গোচর ॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি, সত্য হেন দ্রোণ জানি,
পুত্রশোকে হইল আকুল।
ধনু ধরি বামকরে, কান্দে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে,
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকূল ॥
পুত্রের শোকেতে দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
চেতন হারান দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি, কান্দে দ্রোণ হ'য়ে দুঃখী
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥
হেনকালে রমাপতি, বলিলেন পার্থ প্রতি,
দেখ দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্পদংশে দ্রোণে, ঝাটকাটি পাড় বাণে,
এইকালে কুন্তীর তনয় ॥
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্প বলি কাটে ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতলে বিন্ধি ধনু, অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ে দেখি দ্রোণ,
খড়্গ ল'য়ে ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি, তেন ধায় দ্রুতগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর ॥
কাটিল দ্রোণের শির; দেখে যত কুরুবীর,
হাহাকার করে সর্ব্বজন।

লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজ রথে আইল তখন ॥
দ্রোণের নিধন দেখি, দুর্য্যোধন হ'য়ে দুঃখী,
বিলাপ করয়ে বহুতর ।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দে কুরু অধিকারী,
পড়িলেন ধরণী উপর ॥
ব্যাস বিরচিত গাথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রবণেতে কলুষনাশন ।
যজ্ঞ ব্রত হোম দান, নহে ইহার সমান,
মুক্ত হয় শুনে যেই জন ॥
গোবিন্দের গুণকর্ম্ম, শ্রবণে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
ইহা বিনা সুখ নাহি আর ।
রক্তপদ কোকনদ, ভক্তজন সিদ্ধপদ,
অখিলের আপদ সংহার ॥
নানারূপে অবতরি, দৈত্যগণে ক্ষয় করি,
পাতকির পরিত্রাণ হেতু ।
এ ঘোর সাগরমাঝে, উদ্ধারিতে দেবরাজে,
নিজ নামে বান্ধি দিলা সেতু ॥
অভয় চরণে মম, ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম,
এই মাত্র করি নিবেদন ।
সংসারসাগর ঘোরে, উদ্ধার করিবে মোরে,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর ।
দ্রোণাচার্য্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতর ॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার ।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার ॥
দুর্য্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ ।
কোনজন কোনরূপে করিবে তারণ ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে ।
কে তাড়িবে কে মারিবে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জ্জয় ।
তাহাকে পাণ্ডবগণ করিল সংশয় ॥
তাহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির ।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর ॥
বহু শোকাকুল হ'য়ে কান্দে দুর্য্যোধন ।
হেনকালে তথা আসে সূর্য্যের নন্দন ॥
কর্ণে দেখি দুর্য্যোধন বলে অভিমানে ।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে ॥
এখন কি বল সখে আছে কি উপায় ।
কর্ণ বলে শুন রাজা বলি হে তোমায় ॥
বড়ই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল ।
বাণ শিক্ষা ছিল তেঁই সমর করিল ॥
দোঁহা হেতু শোক না করিহ দুর্য্যোধন ।
আমিই বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবের গণ ॥
ধর্ম্মকে ধরিয়া দিব সমর ভিতর ।
রণস্থলে শোক না করিহ নৃপবর ॥
হেনকালে তথা আইলেন অশ্বত্থামা ।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য মামা ॥
পিতার বিনাশ শুনি হইল অস্থির ।
শোকে অচেতন হৈল অশ্বত্থামা বীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে শুনি পিতার নিধন ।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন ॥
দুর্য্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয় ।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মহাশয় ॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে ধনু যদি এড়ি ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হবে নরকেতে পড়ি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘর ।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সবার গোচর ॥
গোবধে ব্রাহ্মণ বধে যত পাপ হয় ।
সেই পাপ মোরে যদি না মারি নিশ্চয় ॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরবকুমার ।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার ॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার ।
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার ॥
বাদ্যের নিনাদ হৈল না যায় লিখন ।
মহানাদে নৃত্য করে নটনটীগণ ॥
রত্ন সিংহাসনেতে বৈসেন যুধিষ্ঠির ।
ভ্রাতৃগণ সহিত সানন্দ যত বীর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন।

গোবিন্দ চরণে মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ,
রচিলাম দ্রোণপর্ব্ব পুঁথি।
সৃষ্টি কৈল ব্যাস মুনি, অমৃত সমান জানি,
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি ॥
গোবিন্দের লীলারস, যাহাতে সংসার বশ,
ত্রিভুবনে এই মাত্র সার।
ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবিষ্ট করিয়া মন,
নাহি ভয় হয় যমদ্বার ॥
পূর্ণ হিমকর সম, মুখচন্দ্র নিরূপম,
পদ নখ যেন দশ বিধু।
রক্তোৎপল জিনি পদ, ভুবনে অতুল্য পদ,
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু ॥
চতুর্ভুজ পিতাম্বর, বনমালা মনোহর,
কৌস্তুভ-শোভিত বক্ষঃদেশ।
মুকুট কুণ্ডল শোভা, দীপ্ত দীনকর আভা,
বিচিত্র আসন নাগ শেষ ॥
ক্ষীরোদসাগর জলে, নিদ্রা কৃষ্ণ যান ছলে,
নাভিপদ্মে সৃষ্টি করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি সৃষ্টি, করেন পীযূষ বৃষ্টি,
ব্রহ্মারে করিয়া সৃষ্টি কর্ত্তা ॥
মুখচন্দ্র যাঁর দীপ্ত, ত্রিভুবন হৈল তৃপ্ত,
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
ক্ষিতি যাঁর অন্তরীক্ষে, শূন্যভরে দুই পক্ষে,
নিজ গুণে তমঃ হয় নাশ ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি, বিষ্ণুমায়া সৃষ্টি করি,
মোহিত করেন সর্ব্বজন।
মায়াতে আচ্ছন্ন হয়, নানারূপ ক্লেশ পায়,
যায় লোক যমের সদনে ॥
গোবিন্দ সেবক যেই, সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই,
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজ রথ আরোহণে, পাঠাইয়া ভক্তজনে,
ল'য়ে যান আপন আলয় ॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলেন ভারত আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস, শুনিলে কলুষ নাশ,
কাশীরাম কৈল সমাপন ॥

দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত।